মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

জানুয়ারী, ২০২৫
পৌষ, ১৪৩১

সূচীপত্র

২২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

পৌষ ১৪৩১/জানুয়ারী ২০২৫

প্রশান্তমনে প্রবল কর্মপথে নিরাসক্ত হয়ে হও ভগবানে সমর্পিত		৩
সত্য প্রতিষ্ঠায় হোক নবীন জীবন প্রবাহ, যেমনে হয়েছে সময়ের সূচনায়	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫
ভাগবতী ভাবসমুদ্রে মন হোক স্থিত	সায়ক ঘোষাল	১৭
জীবন পথে ভাগবতী প্রেরণা ঃ কিছু স্মৃতি, কিছু অনুভব	তপন রায়চৌধুরী	১৮
শ্রী অনির্বাণ সান্নিধ্যে	আশুরঞ্জন দেবনাথ	২০
মা এর কোলে শান্তির পরশে	ভক্তিপ্রসাদ	২১
The Awakened Spirit (Journey through the Pathways of Time for Ultimate Victory in Life)	—Prof. (Dr.) R. P. Banerjee	২২

সম্পাদক : রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রক : বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : ৫ টাকা

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

প্রশান্তমনে প্রবল কর্মপথে নিরাসক্ত হয়ে হও ভগবানে সমর্পিত

ঈশ্বর লাভ হয়ে রয়েছে বহু দূরের, দুরুহ, অনেকে বলেছেন, এটি এতটাই দুরুহ যে সাধারণ মানুষের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। এর জন্য হতে হবে গৃহত্যাগী। যুগ যুগ ধরে মানুষ ছুটে চলেছে ঐ অসম্ভব বলে ব্যক্ত করা বিষয়ের আকর্ষণে। অথচ সবারই, প্রায় বেশিরভাগেরই মনে রয়েছে এমন সংবাদ যে ঈশ্বর সবার অন্তরে থাকতে পারেন কিন্তু তার ঐ রকমই থাকা হয়ে থাকে। এমনভাবেই রয়েছে জীবনের মাঝে ভগবানের হাতছানি, কিন্তু তার পক্ষে ভগবানকে লাভ করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরের অনুভব তাই সুদূর।

সেনয়ঃ উভয়ঃ মধ্যে রথং স্থাপয় মে ইহ অচ্যুত।

ঠিক এমনই অবস্থা ছিল অর্জুনের। অর্জুন রোজই দেখছেন, জানছেন, বুঝছেন যে একজন সবসময়ের সঙ্গী তার হয়ে রয়েছেন কাছের মানুষ। সে তার কাছে রয়েছে বন্ধু হয়ে। অর্জুন জানে তার এই বন্ধু বিশেষ। অর্জুনের এই জ্ঞানটি হয়ে থাকে যে কাছের এই বন্ধু একজন মহৎ ব্যক্তি। এই বন্ধু বিশেষ একজন। এঁর রয়েছে অনেক শক্তি, অনেক জ্ঞান। তিনি একজন বিশেষ, ভাল ব্যক্তি। তিনি নিজে বাস্তবত এমন একজনকে করেছিলেন choice বা বরণ। আর যুদ্ধের দামামা বেজে যাওয়ার পর এই বন্ধুকেই বললেন সৈন্যদলের মধ্যে রথ স্থাপন করতে।

সেনয়ঃ উভয়ঃ মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথম উত্তমম্।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের স্থূল জগতের বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন। বন্ধু এমনই যে তিনি তার বন্ধুর জন্য খুবই অনুকূল। অর্জুনের রথের চালক হয়েছেন বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ। বন্ধুর জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি হয়েছেন আজ্ঞাবহ চালক। অর্জুনের আদেশে রথের চালক কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে কুরু ও পাণ্ডব পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে স্থাপন করলেন রথ। এই রথস্থাপনের কারণ অর্জুন জানতে চাইলেন যোদ্ধাদের পরিচয়, কাদের বিরুদ্ধে করতে হবে যুদ্ধ।

গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বচ চ এব পরিদহ্যতে।

অর্জুন ভগবানের চিহ্নিত ক্ষাত্রশক্তি। অর্জুন হয়েছেন জীবনের মাঝে এক ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠা বিশেষ মানুষ। অর্জুনের ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠার পিছনে ভগবৎ ইচ্ছাপ্রদীপ — অধর্মের বিনাশ করে ধর্মের অনুশাসন প্রতিষ্ঠায়। এমনই পটভূমিতেই অর্জুন হয়ে পড়লেন বিহ্বল। তিনি দেখলেন শত্রু সৈন্যদের মধ্যে রয়েছে তার গুরু, পিতামহ আর নিজজন। এই দৃশ্যে তিনি হয়ে পড়লেন এমনই অবশ যে হাত থেকে বিশেষ অস্ত্র গাণ্ডীব পড়ে গেল।

ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্তঃ উত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।

অর্জুনের শরীর হয়ে গেল বেপথু। সমস্ত শরীর হয়ে উঠল কম্পমান। তার শরীর শক্তিহীন হয়ে উঠল। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, শ্রেষ্ঠ বীর, শ্রেষ্ঠ সৈনিক অর্জুন হয়ে গেল বিহ্বল। মনের মাঝে ফুটে উঠল এমন সব যুক্তির বহর যা কিছু জগতের ক্ষেত্রে অতি সাধারণ। একটা সাধারণ পার্থিব, মনোভাব এসেছে এখন অর্জুনের মনে। অর্জুন দেখলো যে জীবনের জন্য যাদের সঙ্গে সাধারণভাবে হয়েছে, সম্পর্কের দড়ি তৈরী তাদেরই জন্য আর্তনাদ।

তস্মাৎ যোগায় যুদ্ধ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্। (সাংখ্য)

অর্জুন যে সব যুক্তির ফাঁদ করেছে রচনা সেগুলির সবই এতটাই অনুপযুক্ত যে তাকে বোঝা গেল ঐ সব যুক্তির আছিলায় সে তার মৌলিক দায়িত্ব ভুলে গিয়েছে। অর্জুনের মনে এসে দানা বেঁধেছে সব অযৌক্তিক যুক্তি, তাই সে বিহ্বল শক্তিহীন, ক্লীবের মত হয়ে গিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এবার অর্জুনকে করলেন তিরস্কার তার এই ক্ষুদ্র দৌবল্যের জন্য।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্। (কর্ম)

শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী রূপ এবার ফুটে উঠল। তিনি অর্জুনকে তীব্র তিরস্কার শুধু করেননি। ক্রমান্বয়ে একটার পর একটা পর্বে তিনি যোগ শিক্ষা দিলেন। যোগ অর্থ ভগবানের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা। যোগসূত্র স্থাপনের জন্য অর্জুনকে তিনি শেখালেন আত্মতত্ত্ব। বললেন কর্মের কৌশলই যোগ। কর্মের কৌশল হল সেটি যে কর্ম ভগবানের আদিষ্ঠ বা নির্বাচিত। কর্মের মাধ্যমেই হয় ব্রহ্মলাভ। কর্মত্যাগ করে হাজার বছর ধ্যান জপেও এটি সম্ভব নয়।

ব্রহ্ম অর্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্ম অগ্নঃ ব্রহ্মণঃ আহুতম্।
ব্রহ্ম এব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা।। (জ্ঞানযোগ ৪/২৪)

অর্জুনকে তিনি বললেন নিয়তই কর্ম করা প্রয়োজন, কর্ম অর্থাৎ সৎকর্ম। শুভকর্মই পরবর্তী কর্মের জন্য শক্তি যোগায়। যজ্ঞের আগুনকে যেমন ঘি সহযোগে বাড়িয়ে নেওয়া হয়, তেমনি সৎ কর্মই ব্রহ্মে অর্পণ অর্থাৎ ভগবৎ উদ্দেশ্যে নিবেদন হলে সেটি হয়ে ওঠে ব্রহ্মকর্ম। একটি কর্মই অগ্নিস্নান হয়ে পরবর্তী কর্ম রচনা করে দেয় আর ঘি সহযোগে যেমন যজ্ঞের ব্যাপ্তি তেমনি ভ গবান নিবেদিত সৎ কর্মই হয় ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চারী। কর্মত্যাগ নয়, নিবেদিত কর্মই চাই।

সর্বকর্মানি মনসা সংন্যস্য আস্তে সুখং বশী। (সন্ন্যাস ৫/১৩)

ভগবান লাভ হতে পারে যে কোনো মানুষের। বয়স, পরিচয়, বা অন্য পরিচয় অবান্তর। যে মানুষ কর্মত্যাগ করে নতুন পরিবেশে পূজা-জপ-ধ্যান; ঘণ্টা বাজিয়ে সাধন ভজন করছেন তাকে অনন্তকাল করে যেতে হবে এসব। তিনি নমস্য প্রণম্য-কারণ তিনি সমাজের সেবা করেন, মানুষকে ভাল উপদেশ দেন—অবতারাদির রূপ সাধন প্রচার করেন— তাকে প্রণাম। এই মানুষের হয়তবা আচমকা ভাগবৎ কৃপা হতে পারে। খুবই ভাল। কর্মত্যাগী হলে ব্রহ্মলাভ অনন্ত পথের শেষে যায়।

তস্মাৎ ত্বম উত্তিষ্ঠ যপঃ লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যৎ সমৃদ্ধম্।
ময়া এব এতে নিহতাঃ পূর্বম্ এব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।। (বিশ্বরূপ, ১১/৩৩)

কর্মেরই আহ্বান জানিয়েছেন ভগবান। অর্জুনের প্রতি তিনি বিশেষ কৃপাপরশে বিশ্বরূপ উন্মোচন করলেন। অর্জুন জানালেন-বুঝলেন তার বন্ধু স্বয়ং ভগবান-সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন। অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্মের বিশেষ আহ্বান জানিয়ে বললেন, প্রজ্ঞা-জ্ঞান-ভক্তি-সেবা— এসবই শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে যখন দৈবীগুণান্বিত হয়ে নিবেদিত কর্ম করবেন।

মৎ কর্মকৃৎ মৎ পরমঃ মৎ ভক্তঃ সঙ্গঃ বর্জিতঃ। (১১/৫)

অর্জুনকে ভগবান ভক্তির শ্রেষ্ঠ রূপেই আহ্বান করে নিলেন সর্ব আকর্ষণ ত্যাগ করে তাঁরই প্রতি নিবেদিত হতে আর নিরন্তর কর্মের মাঝে ডুবে গিয়ে সবকিছু মিশেই পরিপূর্ণ সমর্পণের পথে এগিয়ে চলতে।

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংনস্য মৎপরা।। (ভক্তি ১২/৬)

সেই কর্মই শ্রেষ্ঠ যে কর্মের পিছনে কোনও বাসনা-কামনার হিসাব বা আকর্ষণ নেই। যে কর্ম সম্পূর্ণরূপে ভগবানে নিবেদিত কোন জাগতিক আবিলতা বা আকর্ষণ মুক্ত যদি হয় তবেই হবে তার ঈশ্বর অনুভব।

মৎ অর্থম অপি কর্মানি কুর্বন সিদ্ধিম্ এব আপ্স্যাসি। (ভক্তি ১০)

ভগবানকে অন্তরে বরণ করে নিয়ে নিরন্তর কর্মপথে এগিয়ে যেতে পারবেন যিনি সম্পূর্ণ বাসনাবিহীন নিরাসক্ত হয়ে কর্ম করে চলবেন এগিয়ে তারই ভগবান লাভ হয়ে উঠবে এক নিশ্চিত পরিণতি।

স্বকর্মণা ত্বম্ অভ্যচ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। (১৮/৪৬) (সাক্ষং, ১৮/৪১)

নিজ কর্মের চরিত্র হয়ে ওঠে ভাগবতী পরিচয়ের। এমন নিয়ত কর্মই প্রকৃত সন্ন্যাসী-ভক্ত-যোগ, ইনিই ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রিয়; যেমন করেই হয়ে উঠলেন অর্জুন—পেলেন বিশ্বরূপ দর্শন ও অনুভব। অর্জুন প্রকৃত ভক্ত-জ্ঞানী-সন্ন্যাসী কারণ তিনি পরিপূর্ণ নিবেদিত হলেন ভগবানের। 'করিষ্যে বচনং উবচ'— এই প্রত্যয়ের মূলে পূর্ণ ব্রহ্ম লাভ।

কর্মাণি কুর্বন এব ইহ জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।

কর্মের মাধ্যমেই জগতের সব সম্পর্ক হয় রচনা জীবের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। এমন সব কর্মের মাধ্যমে জগতের সব সম্পর্ক রচনা হয়ে থাকে যার ফলে জগৎ ব্যাস্ত এক পারস্পরিক বন্ধনের সূত্র হয় রচনা। এমন করেই এই বন্ধন হয়ে যায় ব্যাপৃত যেন একটি চেতন প্রদীপ অন্যটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এই জীবন ব্যাপ্ত সব চেতন প্রদীপ হয়ে ওঠে জীবনের অনন্য ভাবপ্রদীপ সঞ্চারী। জাগতিক বন্ধন ও জাগতিক সম্পর্কের সব সূত্রই বরণ করে নিয়ে সাধনের নিত্য প্রয়াসে অন্তর্মুখি যাত্রার অভিযান জীবনকে সমৃদ্ধতর করে নেয়। এমন সমৃদ্ধির পথেই জগৎ এগিয়েছে সবসময়ে। আবার অন্যদিকে অন্তরের অভ্যন্তরে কোন বিশেষ অনির্বচনীয় সত্যকে ধারণ করে নিয়েই এগিয়ে যেতে পারবে জীবন সমূহ।

স্বতঃ প্রয়াসের পথে যে চেতন দ্বার হতে পারে উন্মোচন সেই এখন বুঝিয়ে দিতে পারে যে ব্রহ্মচেতন স্বতঃই জীবনের গভীর প্রদেশে জগতের উত্থান প্রয়াস করে চলবে। পার্থিব ভাবনার বিনাস, পার্থিব পথমাঝে রয়েছে অনেক বাধা। ভগবানকে বরণ করেই এই চেতন শক্তি জগতে ব্রহ্মদ্বার করার জন্য উন্মোচন করে দেব। এখন চেতন প্রবাহই জীবনের অবলম্বন হয়ে ওঠে জগতের বিশদ প্রভা। কর্মই এখন চেতনার বিগ্রহকে করবে উজ্জীবিত। সময়ের তালে তালে সে হবে উন্মোচক। এখন ব্রহ্মচেতনের অবাধ অবতরণ হবে জীবের অন্তর মহলের সমগ্র শূন্যতাকে আদিত্যের পদসেবায় পথ হয়ে উঠবে নবীন শক্তির উৎস। এখন ব্রহ্মকর্মেই ব্রহ্মবিজয়।।

—ঃঃ—

সত্য প্রতিষ্ঠায় হোক নবীন জীবন প্রবাহ, যেমনে হয়েছে সময়ের সূচনায়

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মার বিকাশ ঃ সত্যের প্রতিষ্ঠা তরে পরমের জীবনপ্রবাহ সৃষ্টি ঐ সময়ের সৃষ্টি নটরাজের দিব্য স্পন্দন থেকে হয়েছে সূচিত। যা কিছু ছিল মহাশূন্যে মহাব্যোমে ন্যস্ত হয়ে অনির্বচনীয় এসেছে সময় তারই পথ চলার প্রয়াসে। তিনিই হয়েছেন স্পন্দনে ছন্দের যোজনা আর ভাবের বিকাশ রূপে ভাস্বর। এখন তারই প্রকাশ পর্ব হোক এখন নিত্যনিরঞ্জনের প্রকাশ পর্বে জীবনের এই প্রবাহ পর্বের মাঝে হয়ে উন্মোচিত।

আত্মা বৈ ইদম্ এক এব অগ্রে আসীৎ। ন অন্যৎ কিঞ্চন্ ন মিষৎ।
স ইক্ষত লোকান নু সৃজা ইতি।।

তিনি অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় সমগ্র সৃষ্টিকে ধারণ করেছেন। তিনিই মহাসত্য-পরম সত্য-পরমাত্মা। তিনি সত্যস্বরূপ করেই গড়তে ইচ্ছা করলেন তেমন কিছুকে। তাই হল সৃষ্টির ইচ্ছা। সৃষ্টির ইচ্ছাই হল এই সমগ্র সৃষ্টির পিছনে দিব্যশক্তি। ভগবান স্বয়ং হলেন সেই ইচ্ছাপ্রদীপ। ইচ্ছাপ্রদীপ তিনি হয়ে উঠলেন শিখাময়-আলোকের শ্রষ্ঠা। তাই মহাব্যোম থেকে মহাশূন্যে বিচরণ। মহাশূন্য থেকেই মহাকাশ হয়ে উঠলেন। আবার মহাকাশের পটে হলেন আলোক বিন্দু। কোটি কোটি অবয়বে হলেন মহাকাশে ব্যাপ্ত। নানা জপে নানাভাবে। কখনও নক্ষত্রাদি; কখনও তারকা হয়ে; কখনও বা আলোক বস্তু হয়ে। আবার কখনও নিরেট অবয়বে; কখনও বা হয়ে আলো-জল-বায়ুর সমাহার গড়ে দিলেন প্রাণের প্রদীপ। মহাকাল এখন গড়ে দিলেন কালের পরিচয়, সৃষ্টি হল মানুষের সত্য-জ্ঞান-আনন্দের কেন্দ্র নিয়ে যাবে।

Neanderthals inhabited western Eurasia over many millennia and later evidently reproduced with our own species – though not everywhere. Neanderthal ancestry in found in human genomes today, and in ancient populations as far apart as northern Europe, Siberia and China with little present in sub-saharan Africa. Admixture between Neanderthals and homo sapiens introduced groups of genes into modern humans which for example, affect the immune systems some have been linked with resistance to Covid 19 infections, and others to increased susceptibility,

Neanderthal population distribution appears to have been heavily impacted by climatic stress, more so than our own species was (at least by around 45000 years ago) because larger bodies, bigger brains and consequently high energy and food requirements perhaps resulted in lower levels of resilience, especially during the periods of rapid cooling. This might explain the long term patterns where large party of Europe were colonised, then abandoned then decolonised by Neanderthals, depending on weather conditions being more of less favourable. Indeed it has been argued that cold episodes provided crucial triggers for major divergences within Neanderthal populations, as well as prompting variations in mt DNA of other hominin groups liveing in Europe and Asia.

(Peter Frankopan, The Earth transformed – An unfold History, Blooms bury Publishing 2023, p. 40)

মানুষের আবির্ভাব হয়েছেই প্রথমে। যে ভাব দৃষ্টির কৃপাপরশে ঐ মহাব্যোম থেকে মহাশূন্য; আবার মহাশূন্য থেকে মহাকাশ; মহাকাশের এই দৃঢ়বিস্তার থেকে স্বতঃই হয়ে উঠুক জীবনের মহাপ্রকাশ। যে জীবন প্রবাহের হয়েছে রচনা এখন তারই বরণ ঐ অনন্ত প্রকাশের সদা সঞ্চালন কালপ্রবাহে। এখনই হয়ে উঠুক জীবনের পথচলায় সময়ের এই এগিয়ে চলার ক্রম স্পন্দন। যে জীবন প্রবাহ হয়েছে এখন সৃষ্টির কালপ্রবাহে এগিয়ে চলার এই নিত্য পর্বের নিত্য প্রয়াসের সদা প্রত্যয়ে। হয়েছে মানবের জীবন পথের

রচনা এই কালস্রোতে। যে সত্যের এখন হয়ে ওঠা স্বয়ংই গতিময়।

সঃ ইমান লোকান্ অসৃজত। অম্ভঃ মরীচিঃ মরম্ আপঃ।
অদঃ অম্ভঃ যৎ পরণে দিবম্ দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠাঃ।
অন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ, পৃথিবী মরঃ যা অধস্তাৎ তা আপঃ।। (ঐ.উ. ১/১/২)

পরম তিনি তিনি এখন হবেন পরম প্রকাশী। সত্যকে ধারণ করে সত্য ময় এক জীবন স্রোত রচনারই এখন মহাসত্যের কালখণ্ড প্রকাশ। মহাকাল এখন ঐ অনন্ত বিকাশের পর্ব থেকে হয়েছেন নিত্য প্রকাশী এক জীবন ধারা। মানবের এই জীবন ধারা। বিশ্ব মাঝে এখন জীবনের সাযুজ্য আর বিস্তার কার্যে চাই বিকাশের পরিবেশ, বিস্তৃতির পরম্পরা। অনন্ত প্রকাশী পরম তিনি কালের রচনা করে সব সময়েই করে চলেছেন কাল-ব্যাপ্ত স্পন্দন। নটরাজ দেবাদিদেব এখন প্রতিটি জীবন কণার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম প্রকাশ শক্তি হয়ে ন্যস্ত ছিল জীবন ব্যাপ্ত ঐ প্রকাশের পটভূমিতে। তিনিই রচনা করেছেন জীবন প্রবাহের ছন্দ। অনন্ত বিকাশ পথে এই মহাবিস্তৃতির মাঝে হয়েছেন তিনি মূর্ত। যে স্পন্দন জীবনের চালিকা শক্তি হয়ে রয়েছে তাঁরই চেতন প্রকাশী হয়ে, এখন চেতনার মূর্ত বিকাশের এই ক্ষণে তারই হয়েছে প্রকট হবার ক্ষণ। আদিত্যের আলোক শক্তি দিয়ে জীবনের পথচলাকে করেছেন স্থির-গতিময়। যুগপৎ — কখনও স্থির, অচঞ্চল হয়ে সেই অনাদি-অনন্ত মানব সত্যের বিকাশময় হয়ে এসেছেন জগতের পটে হয়ে জীবনের দ্যোতনায় প্রকাশী মহাছন্দের বার্তা। সৃষ্টির দ্যোতনায় আরও নানা প্রাণের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন জগৎ রথের কালের পথে এগিয়ে চলবার এই স্পন্দনে। জীবনের এখন গড়ে ওঠার ক্ষণ। মহাসত্যের কণাসত্যই ক্রম বিকাশে অনন্ত মাঝে ফুটে উঠবে নিত্য প্রবাহী অনন্তের ক্ষণ বিস্তার, মানবের এখন পর্ব সত্যলাভ।

সত্যের উন্মোচন পর্ব ঃ

নাহম ইন্দ্রাণি রারণ। সখ্যুঃ বৃষকপিঃ ঋতৈঃ।
যস্যৈ দমস্যং হবিঃ।
প্রিয়ং দেববেষু গচ্ছতি। বিশ্বস্মাৎ ইন্দ্রঃ উত্তরঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৬/১২)

বিশ্বমাঝে এসেছে বার্তা এখন সত্যের জাগরণ তরে।
যেমন করে হয়েছে দেবতার সহযোগ জীবনে।
এসেছে তারই নিত্য পথের দৃপ্ত আবাহনের এই পর্বে
যেমন করে হয়েছে জীবনে জাগরণের আহ্বান এই প্রবাহে।
এমন করেই হয়েছে জীবনের মাঝে জাগরণের আহ্বান।
এখনই হয়েছে জীবনের নিত্য বিকাশের পর্বের প্রবাহ।
ঐ পরম সত্যের এখন হয়েছে ক্ষণ হয়েছে উন্মোচন।
এমন করেই হয়েছে সত্যের সদা চয়ন জীবন মাঝে।

দেবতার বার্তা ঃ

বৃষাকপয়ি রৈবত। সুপুত্র আহু।
সুনসুষে ঘষণ ও ইন্দ্রঃ উক্ষণঃ।
প্রিয়ং কচিৎ করং হবিঃ। বিশ্বস্মাৎ ইন্দ্রঃ উত্তরঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৬/১৩)

দেবমাতার এখন আহ্বান দেবতার তরে
করতে প্রকাশ হয়েছে যা কিছুর পূর্ণ নিবেদন।
জীবনের পথমাঝে নবীন জাগরণের এই ক্ষণপর্ব
এসেছে দেবতার বার্তা ক্রম সঞ্চারে ক্রম উত্তরণে।
যে ভাববিকাশ ছিল সুপ্ত জীবনের এই নবীন প্রয়াসে।
এখন হোক ঐ ভাব পথের উন্মোচন নবীন প্রকাশে।
এই সাধন অঙ্গন হয়েছে মুক্তির পথ উন্মোচন এই পর্বে
সত্যের উন্মোচন হয়েছে এখন নিত্য নিবেদনের প্রবাহে।।

প্রাণের শক্তিতে ঃ

উক্ষণৌ হি মে পঞ্চদশঃ সাকং।
পচণ্ডি বিশ্বপ্রতিম।

উতাদম অস্মি পীব। দুদুভা কুক্ষুঃ।
ইদুভাঃ কুক্ষিঃ গৃনন্তি। বিশ্বস্মাৎ আদিত্য পূর্ণ।। (ঋ. বে. ১০/১৬/১৪)
প্রাণের শক্তিতে হয়েছে এখন বিকশিত এই ভাবসঞ্চার।
মনিবের মাঝে ছিল যে ভাববিকাশ সর্বভাবপর্বে
জগতের সব কর্তব্য কর্মের মাঝে সাধন স্রোতে
জীবনের এখন হয়েছে জাগরণের পথ প্রকাশী নিত্য ভাবপর্বে।
এই নিত্য সত্যের প্রদীপ হয়েছে দীপ্যমান রূপ মাঝে নিত্য দ্যোতনায়
এই নিত্য সত্যের প্রদীপ হয়েছে দীপ্যমান রূপ মাঝে নিত্য দ্যোতনায়
মানবের জগৎ বন্ধন দিয়েছে জীবনের পথচলায় বিশেষত্বের স্পন্দন।
জগতের কর্মভার এখন হয়েছে যজ্ঞপথে নিবেদনে প্রস্তুত।
ঐ ভাবস্পন্দন ছিল জীবনমাঝে সুপ্ত এখন তার নবীন উত্থান।।

চৈতন্যের স্বরূপ ঃ বৃষভৌ ন নিগম শৃঙ্গৌ অস্তু
অন্তর্যুথেষ রোরুবৎ মন্থস্থ ইন্দ্র শংহৃদে।
যং তে সুনোতি ভাবয়। বিশ্বম আদি ইন্দ্রঃ উত্তরঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৬/১৫)
এই ক্ষণ প্রবাহে এসেছে জীবন মাঝে দেবকৃপার ক্ষণ।
দেবশক্তি হয়ে সংহত এখন হয়েছে মানবের মুক্তির আহরণ।
অন্তর মাঝে হোক জাগ্রত সাধন পথের নিবিড় শক্তির প্রবাহ
ঐ জগৎ চেতনার যা কিছু সংযাগ হোক তার অন্ত নিত্য প্রবাহে।
এখন আসুক তোমার কৃপার সম্পদ হয়ে শক্তির প্রকাশরূপ
এখন এসেছে জীবনের এই পর্বে তোমার লীলার নিত্য সংবেদ স্বতঃই।
দেবতার এই সহযোগের ক্ষণে হয়েছে দেবরাজের শক্তির উন্মোচন জীবনে।
সব ক্ষীণ প্রভার এখন অবসান জগতে করতে উন্মোচন অনন্ত ভাবপ্রবাহ।।

কালের রথ ঃ মহাকালের এই কাল-রথটি এখন নিত্য ছন্দের বৃত্তে বিধৃত। তিনিই এই কাল প্রবাহের মাঝে এনেছেন জীবনের এগিয়ে চলবার স্পন্দন। এখন সৃষ্টির ব্যাপ্ত ও সমন্বিত হয়ে উঠবার ক্ষণ বিকাশ। মহাকাল সৃজন করলেন সৃষ্টির ধারণ আর কালের পথ গিয়ে চলার দিব্য স্পন্দন। এখন মূর্ত হয়ে ওঠা এই পর্বে সৃষ্টির বিকাশে তাই জীবের পথ চলার অবস্থায় হয়েছে নানা প্রবাহ রচনা। জগতের নানা ধাপে ভাবস্পন্দনের সঞ্চারে গড়ে উঠল অম্ভলোক, মরীচি লোক, পৃথিবীলোক; অপলোক। মানবের সংস্থান পৃথিবীলোক, মূলত, অম্ভ-মরীচী হয়ে রইল উর্দ্ধলোক মহাকালের সৃষ্টির দ্যোতনা হবে এখন ব্যাপ্ত।

সঃ ইক্ষত ইমে নু লোকাঃ লোকপালান নু সৃজে ইতি।
সঃ অম্ভ্য এব পুরুষং সমঃ উদ্ধৃতঃ অমূর্ছয়ৎ।। (ঐ. উ. ১/১/৩)

মহাবিস্তৃতির ই পর্বে পৃথিবীর বুক এসেছে পরমাত্মার উদার দান। অম্ভ-মরীচির মধ্যেই যেমন অতি সূক্ষ্ম পরিমিতির পূর্ণ বিকাশী সত্য চেতন-প্রদীপ হয়ে উঠেছেন মানব অস্তিত্বে। যে ভাবপ্রবাহ সৃষ্টির বহিরঙ্গকে গড়ে দিয়েছে তারই এখন ব্যাপ্তি চেতনের দৃঢ় প্রত্যয়ের পটভূমিতে। এ প্রত্যয় মানবেরই জন্য। সত্য প্রত্যয় এখন মানবের অন্তর জগৎ করে পূর্ণতায় ভরপুর করেছে। অনন্ত অসীম তিনি এখন পরমাত্মার অখণ্ড কণার হয় আত্মার বিকাশ ঘটিয়েছেন। সত্য-জ্ঞান এখন আলোকময় হয়ে জগৎ মাঝে হয়ে ব্যাপ্ত নিয়েছেন এক আনন্দের তনু হয়ে স্বয়ংই জীবনের রাজা। অন্তরের গূঢ় অংশে তিনি এখন গুহাবাসী। অদৃশ্য-অরূপের এক মহা আনন্দের চিন্ময় তনু হয়ে রয়েছেন জীবন মাঝে সদা স্থিত। হৃদয় গুহার কেন্দ্রে এখন পরম সত্য হয়ে পরম চেতন করছেন আনন্দ স্পন্দন ব্যাপ্ত সর্বত্র।

The disappearence of a large landmass beneath the waves a piece of continental plate around the size of Greenland broke off from what later became North Africa, Crushed into Southern Europe and was eventually forced underneath it. Impacts like resulted in enormous forces being crated an in land becoming

crumplued creating the great mountain ranges in the world. This include the Andes in South America and the Himalayas, formed when the India subcontinent smash into Eurasia arouned 50 million years ago, pushing land that had been at sea levels upwards – with the result that marine fossils can be found at or near the summits of some of the highest peaks on earth.

The formation of these extensive mountain ranges has inturn played a part in changing and shaping local, regional and even global climate patterns. It has long been argued too that the uplift of the Himalayas and Tibetan plateau determines rainfall distribution over Africa, although recent sensitivity modelling suggests that the influence is a weak and modest one. Rather changes in land cover and dust emision both appear to play a much more inportant role in the strength of monsoon precipitation in Asia, at lest over the course of the last few thousand years.

(Perer Frankopan, The Earth Transformed – An Unfold History, Bloomsbury Publishing, 2023, p. 34.)

সৃষ্টির সব প্রকরণ এবং তাদের পারস্পরিক গ্রন্থনা দেখলে বোঝা যাবে শ্রষ্টার মনটি। তিনি সৃষ্টি করলেন জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান সব। যেন এক মহান স্থপতি একের পর এক ক্রমাপর্যায়ে সৃষ্টির স্তর বিন্যাস করেছিলেন। আবার একেকটি স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের যা কিছু সম্পর্ক রচনা হলে জীবন হতে পারে গতিময় ও সৃজনশীল। এই সৃজনসীল অবস্থায় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ হওয়ার সহযোগী উপাদান এসে যায়। জীবনের জন্য মানবের প্রয়োজন বায়ু-জল-আলো-বায়ুই প্রাণ। প্রাণের সঞ্চার বায়ুর প্রভায়। বায়ুর স্বতঃপ্রভাবেই প্রাণের মাঝে জীবনের জন্য প্রাণশক্তির হয় ওঠে সঞ্চার। এজন্য হয়ছে রচনা বায়ুর মধ্যেকার উপযুক্ত সব উপাদান সমূহ। বায়ুর এই উপাদানসমূহ হয়ে উঠেছে জীবনের জন্য এক দৃপ্ত ভাবময় নিত্য সম্ভার আলোর ক্রম প্রকাশে সূর্যদেব মহাকাশ থেকেই পৃথিবীর প্রাণাদির জন্য শক্তি ও আলোর অবারিত দান করে চলছেন। মহাকাশ থেকে হয়ে সৃষ্ট তাই অন্তরীক্ষের সব স্তর ভেদ করে নির্দিষ্ট মাত্রায় জীবনের জন্য উপহার দিয়ে চলবে অনন্ত প্রকাশের ঐ অনন্ত অসীমের পথে এগিয়ে চলবার স্পন্দন। জীবনের মাঝে নিত্য স্পন্দন এখন জগৎ মাঝে জীবন প্রদীপ হয়ে উঠেছে।

ইতিহাসের অনুমানপূর্বক জানার পর্বগুলির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে প্রাচীন বন্যমানুষ, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদির জগৎ মাঝে অবস্থান অথবা জীবন স্রোতের সহযোগী ধারা হয়ে ওঠে। এমনভাবে হয়ে ওঠে জীবনের জন্য এক নিত্য প্রকাশী নিত্য নিরঞ্জনের উপহার। কত প্রাণী জগৎ মাঝে এসেছে আবার উবে গিয়েছে নিয়ানডারথাল ম্যান এমন করেই হয়তবা হয়েছিল আবির্ভূত আবার উবে গিয়েছে কালের পটভূমিতে। ডাইনোসরস এমন করেই কিছুকাল বিচরণ করে আবার হয়েছে নিশ্চিহ্ন। এমনভাবেই কালের রথচক্র এগিয়েছে একের পর এক সৃষ্টির প্রবাহ দান করে।

যে ভাববিকাশ হয়েছে জীবনকে ধারণ করবার জন্য তারই এখন হয়ে উঠে নবীন ভাবনার অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার পথে। পরম চেতন ইচ্ছাপ্রদীপ প্রজ্জ্বলন করলেন জীবনের সত্য প্রদীপগুলিকে। জীবনময় ব্যাপ্ত এই সত্য প্রদীপ সমূহ জগতের মাঝে গড়ে তুলেছেন মানবের বিশেষ যাত্রাপথ। মহাকালের কাল-পরিচালন করে থাকেন। যে ভাবপ্রবাহ এখন প্রাণ সঞ্চার করবে জীবনময় হয়ে ব্যাপ্ত তারই বিশেষ পরিচয় অনন্ত বিকাশের ভাবপর্বে হয়ে ওঠা এক একজন সত্যের ধারক। ঈশ্বর সত্যের এখন জীবনময় অবস্থান। মানবের সাধনে ঈশ্বর সত্য হবে প্রকট।

বিশ্বপ্রকাশে দেবছন্দ ঃ অয়ম ইন্দ্রঃ বৃষঃ কপিঃ পরঃ অন্তং।
হতং বিদৎ অসিং সুনাং।
নবম চরুম আদেধ্য স্যান্ আচিতং।
বিশ্বঃ অস্মম্ আদি ইন্দ্র উত্তরঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৬/১৮)

বিশ্বমাঝে এখন হয়েছে মূর্ত ঐ নিত্য নিবেদন।
যতই এসেছে জীবনের মাঝে এই নিরঞ্জন সত্যবোধ।
এসেছে দেবচেতনের প্রকাশ ক্ষণের এই উন্মোচন ক্ষেত্রে
এমন করেই হয়ছে জীবনের মাঝে তোমার প্রকাশ
সাধন জীবন হোক নিত্য বিকাশের স্বতঃ প্রকাশীঃ।
এখন আসুক সুরক্ষার মন্ত্রের এই অস্ত্র বিন্যাস সাধনে।

তোমায় জেনেছে যে সাধন চেতন এখন তারই উন্মোচনে
দেবতার ঐ দেবশক্তির সদা বিকাশ হোক জীবনে বরণ।।

ভগবৎ চিন্তার স্বতঃ বিকাশে ঃ

অয়ম অসি বিচ অশদ্ বিচিন্বন্।
দাস মার্যম্ পিবামি পাকতুত্বনা।
অভি ধীরম্ অচঃ একশং
বিশ্বঃ অস্মম আদি ইন্দ্র উত্তরঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৬/১৯)

ভগবানে নিবেদিত এই যজ্ঞপথ হয়েছে নির্বাচিত
জীবনের উপর অনুশাসনের হোক নিত্য প্রভায় বিকশিত।
এখন এসেছ জীবনের এই উত্তরণের ক্ষণ স্বতঃ প্রয়াসে।
তোমায় করেছি বরণ নিত্য নিবেদনের এই একান্ত বিকাশে।
আত্যন্তিক এই বিকাশ ক্ষেত্র হয়েছে নিবেদিত তোমায়
এই জীবনের পরম প্রকাশের ক্ষণপর্বে জেনেছি তোমায়।
সাধনের এই ক্ষেত্র পথে রয়েছে তোমায় বরণের বিকাশ সূত্র।
এখন জীবন পর্বের এই সদা সমন্বয়ের একান্ত বরণে।।

ভগবৎ বিকাশ প্রভায় ঃ

ধন্বং চ যৎ কৃতন্ত্রং চ কতি
স্বিত তা বি যোজনা। নিদয়সৌ।
বৃষকপিঃ অস্তম হি গুহান্ উপ।
বিশ্বঃ অস্মম আদি ইন্দ্র উত্তরঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৬/২০)

বিশ্বমাঝে পেয়েছি যদি তোমারই স্পন্দন কখনও
জেনেছি তোমারই এই আগমন ক্ষণের নিত্য প্রাবল্য এখন।
যদি বা হয়েছে জীবনের এই ক্ষণ প্রকাশে জীবন গঠন
হোক তারই বিকাশ সূত্র নির্বাচন গড়ন সদা প্রকাশ মাঝে।
এসো হে দেবতা তোমারই বিকাশ হোক এখন নিত্য প্রকাশে।
এই নিবেদনের এখন হয়েছে নিত্য নিরঞ্জনের জগৎ বিকাশ।
ভগবৎ বিকাশের ক্ষণ এখন হয়েছে উন্মোচন জীবন মাঝে।
দেবতার এই নিবেদন পর্ব হয়েছে মুক্ত নিত্য বিকাশ পর্বে।

তোমায় করেছি বরণ ঃ

পুনঃ হি বৃষকপিঃ সুবিতাঃ
কল্পয়ঃ এহিঃ যঃ ষঃ স্বপ্রন অংশনী।
অস্তম এষি পন্থা পুনঃ বিশ্বম আস্মম আদি ইন্দ্র উত্তরঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৬/২১)

এখন হোক দিব্য প্রভাময় তোমারই প্রকাশ
যেন নিত্য প্রভায় হোক তোমারই একান্ত অনুরাগী।
যে ভাব বিকাশ জীবনের এই নিত্য প্রকাশ পর্বে এখন।
এই বিকাশ পর্ব হোক জীবনের প্রকাশ পর্বের প্রবাহে।
জগৎ ক্ষেত্রে হয়েছো তুমি অপ্রকাশে প্রকট অন্তর মাঝে।
এখন হোক তোমারই ভাবপ্রবাহ জীবনের এই পর্বে।
জীবনের পর্বে তোমারই প্রকাশ ক্ষণ এখন জীবনে।
হোক তোমারই আগমনে মুখর এই জীবন সদা উন্মোচিত।

বিকাশের পূর্ণতা ঃ লোক সৃষ্টির পিঠোপিঠি হয়ে উঠল লোকরাজ সৃষ্টি। তিনিই হলেন সৃষ্টির মাঝে রাজা। তিনি বাইরের সব কিছুরই মধ্যে ফুটিয়ে তুললেন শ্রেষ্ঠত্ব আর বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের প্রকাশ জীবনের মাঝে বিশ্বাস, ভাগবতী দৃষ্টি, ভাগবতী ভাব

পরিবেশ আবার ভগবৎ ইচ্ছার আলোর ঝরণাধারা জীবনকে আলোকময়, চেতনময় করে জগৎ করে তুলবেন চেতনের প্রকাশ ক্ষেত্র। জগতের এই ধরিত্রীদেবীর অঙ্গসজন আর যুগপৎ যেন তারই সদা অনুসারী হয়ে বিকাশ পর্বে বিস্তৃত উপস্থিত হয়েছেন প্রকৃতির পরিচয়ে।

সঃ ত্বম্ অভ্যতপৎ। অভ্যতপস্য তস্য মুকং নিরভিদ্যৎ যথা অন্তম্। (ঐ.উ. ১/১/৪)

সৃষ্টির বহিরঙ্গ আর তারই অন্তস্থ স্থিত অঙ্গাদি। এমন করেই অন্তরজগৎ হয়েছে সৃষ্টি। একই অঙ্গে এসেছে বিপুল সংস্থানে মহাবিশ্বক সাজিয়ে তোলার পর্ব। ধরিত্রীর ভূমির উপাদান যেমন হয়েছে সৃজন তেমনই তারই অভ্যন্তরে হয়েছে বিপুল জলরাশি। জলের প্রবাহ যেন এক অনাদি অনন্তের সদা বিকাশর সৃষ্টি। জগৎ সৃষ্টির পূর্বে এসবই সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র-তারকা-আকাশ-জল-সমুদ্র-মাটি-বায়ু - আলো - গাছপালা-পশুপাখি-স্থলচর -চলচর-বায়ুচর-আকাশবাসী-বনজ সবই ছিল বিরাজমান সুপ্ত অবস্তায় আত্মার অধীন হয়ে আত্মারূপেই ছিল সামগ্রিকে ছিল বিরাজমান। এখন নিত্য নিরঞ্জন এখন অনস্থ প্রকাশী, আবার একই সঙ্গে তিনি একান্ত বিকশিত হয়ে উঠবেন প্রতিটি জীবন কণার কাছে। তিনি একান্তই এই নিত্য পথের উদ্বোধন করবেন। কালের পটভূমিতে মহাকালের এই বিচরণে হয়েছে প্রকট। পরম সত্য সামগ্রিকে রয়েছেন যেমন, তেমনি হয়ে উঠবেন প্রাণের প্রাণধন, হয়েছেন যেমনে জীবের অন্তরে স্বতঃই।

The period around 40,000 years ago also marked the the disappearence of the Neanderthal population in Europe, With the sudden harsh subarctic conditions appearing to be a contributing factor, and perhaps even decisive one. The neanderthals had already began to experience rapid demise across Eurasia, with a range of explanations advanced to explain the demographic collapse – including changes to vegetation, rising levels of discase and interbreeding. While each may have played a role, it may be that their fate was sealed by the fact that Homo sapiens proved better at exploiting food resources that became searce as temperatures become colder although recent research suggests that Neanderthals and Homo sapiens coexisted for longer than had previously been assumed in at least some locations. The tenfold expansion of the modern human population in Europe around this time also meant that there were not only better competitors but many more of them. It seems that the Neanderthals had died out entirely around 35,000 years ago.

(Peter Frankopan, the Earth Transformed – An Untold History, Bloomsbury Publishing, 2023, p. 51)

অন্তর মাঝের বিকাশ হয়ে উঠেছে ব্যাপ্ত এই জীবন মাঝে। যেমন করে হয়েছে এক বিস্তৃত রচনার ক্ষেত্র, যেমন করে এই জগৎ মাঝে ঈশ্বরের প্রকাশ হয়ে উঠেছে জীবনের মাঝে প্রকট ভগবান এখন ওই ব্যাপ্ত প্রকাশ ক্ষেত্রকে হয়ে উঠতে হবে দৃপ্ত প্রকাশ পর্ব। জীবনের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে প্রকাশের এই পর্বে। পরম চেতন গড়ে তুললেন জীবনের গভীর দ্যোতনা। এমন প্রবাহ মাঝেই ভগবান ফুলিয়ে তুললেন গড়ে তুলতে পারবে বিশেষ এই প্রকাশ পর্বের ক্রম সূচনায়। পরম তিনি হয়েছেন এখন জীবনের সব বিকাশ পর্বের পশ্চিম উপস্থাপন। এখন সকল প্রাণের মাঝে দিব্য চেতনের এই ক্রমবিকাশ পর্ব।

মুখাৎ বাক্। বাচঃ অগ্নিঃ নাসিকে নিরভিদ্যেতাম্।
অক্ষিভ্যাং চক্ষুঃ। চক্ষুষঃ আদিত্যঃ। কর্ণৌ নিরভিদ্যেত।
কর্ণাভ্যাঃ শ্রোত্রং। শ্রোত্রাৎ দিশং। ত্বকঃ নিরভিদ্যেন্তং।
ত্বচঃ লোমানি। লোমভ্যং ঔষধি বনস্পতিঃ। হৃদয়ং নিরভিদ্যোৎ।
হৃদয়াৎ মনঃ। মনসঃ চন্দ্রমাঃ। নাভিঃ নিরভিদ্যৎ।
নাভ্যাঃ অপানঃ অপানাৎ মৃত্যুঃ। (ঐ. উ. ১/১/৪)

সৃষ্টির এই পর্বের প্রবাহ এখন হয়ে চলেছে প্রকাশ সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে জীবনবোধের মধ্যে যে তাৎপর্য হয়ে রয়েছে তারই বিস্তৃতির এখন বিপুল প্রকাশ সম্ভাবনার সূচনাও উন্মোচন। এই অনির্বচনীয় অবস্থায় রয়েছে তাকেই বিভিন্নতায় ফুটিয়ে তোলে। এখন সৃষ্টি হল মুখমণ্ডল আর মুখের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে নবীন চেতনার এই পটভূমিতে মুখমণ্ডল। মুখগহ্বরকে ধারণ করেই নিয়ে যাবে জীবনের মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে প্রজ্ঞার সঞ্চালন। এখন হয়ে উঠবে বাকস্থিতি। জীবনের মাঝে এখন বাক ফুটে উঠবে। বাক মুখগহ্বর থেকে নির্গত হয়ে ঐ দিব্য প্রজ্ঞার সত্যকে জগতের মাঝে করবেন বিস্তৃত বিকাশ। দিব্য বার্তার এখন বাকের

মাধ্যমে জগৎ মাঝে হতে সঞ্চার বিপুল এই বিকাশের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠবে জগৎ মাঝে। মুখস্নাৎ বাক্ হয়ে উঠবে জীবনের প্রজ্ঞা ও সত্য বিকাশের জন্য এই ক্ষেত্র হয়ে উঠবে ধ্যানে-চেতনের মধ্য দিয়ে জগৎ মাঝে ব্যপ্ত। ক্রম বিকাশের এই পর্বে স্বতঃই হয়ে উঠেছে ভগবত্তার বিকাশ চেতন। বাক্ প্রকাশ হয়ে উঠল এই বাকের মধ্য দিয়েই ভাগবতী সত্য হয়ে উঠবে মূর্ত। এমন করেই হবে নিত্য প্রবাহের মূর্ত প্রদীপ। এই ভাবদীপ্তিই জীবনের গতিপথের একান্ত পাথেয়। সনাতনী সত্যই হয়ে উঠবে এখন মূর্ত নবীন চেতন প্রবাহের পটভূমিতে নবীন দৃষ্টির প্রকাশ প্রয়াসে। এমনই দৃপ্ত বিকাশ জীবনের সব কর্ম সঞ্চালন ও প্রয়াসের জন্য বিশেষ সৃষ্টির সব উপাদান সংহত করেই এগিয়ে চলায়।

ব্রহ্মচেতন আহ্বান ঃ

যৎ উদৎ চ বৃষকপিঃ গৃহম ইন্দ্রঃ।
জগন্ এতৎ ন ক্ক অস্য পুণ্বসৌ মৃগঃ।
কর্ম আগচ্ছন্ অয়ম্ আপনৌ।
বিশ্বম্ আদি ইন্দ্র উত্তরঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৬/২২)

ঐ অনন্ত সত্যের বিস্তৃত প্রকাশ ক্ষেত্র হতে।
স্বতঃই হয়েছে জীবনের নিত্য বিকাশ উন্মুক্ত।
তোমারই এসেছে আহ্বান এখন নিত্য সত্যের ক্ষেত্রে।
চলো এগয়ে ঐ মহান সত্যের দৃপ্ত প্রকাশ ক্ষেত্রে
যে ভাবময় হয়েছে এই চেতন হোক তারই প্রকট হয়ে প্রদীপ শিখাময়।
এখন ব্রহ্মপথের আহ্বান তোমারই চেতনের কেন্দ্রে।
নিত্য বিকাশই সত্যের স্থিত প্রকাশ পর্বের উন্মোচনে।
এখন জগৎময় হয়েছে ব্রহ্ম চেতনের জীবন অঙ্গীকারে।।

দেবতারকৃপার প্রাবল্যে ঃ

পর্শুহে নাম মানবী। সাকং।
সসুব বিংশতিম্। ভদ্রং ভন তু অস্যা।
অভুদ যস্যা উদব মানয়দ্।
বিশ্বম্ আদি ইন্দ্রঃ উত্তরঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৬/২৩)

এই জীবনের রয়েছে যত আবেদন গড়নের জন্য
মানবের জীবন চেতন হোক জাগ্রত নিত্য নিবেদন তরে।
এখন এসেছে আহ্বান সব বিকাশ পর্বের নিত্য সঞ্চারে।
হোক জীবনের সদা উত্তরণ নিত্য উন্মোচনের আগ্রহে।
ঐ অনন্ত সত্যের কাল ব্যাপ্ত এই জীবন ক্ষণের প্রবাহে।
হোক অনন্তের ঐ একান্ত প্রবাহের সঞ্চারে অনুভবে।
দেবতার কৃপায় হয়েছে প্রাবল্য সব সাধন প্রাণের কাছে।
যেমন করে হয়েছে তোমারই স্পন্দন সদাই অন্তর মাঝে।।

প্রারম্ভের এই ক্ষণে ঃ

রক্ষোয়হং বাজিনমা জিঘর্মি।
মিত্রং প্রথিষ্ঠম্ উপ যামি শর্ম।
শিশানী অগ্নিঃ ক্রতুভিঃ সমিত্রঃ।
স নো দিবা স রিষা নক্তম্।। (ঋ. বে. ১০/৮৭/১)

জীবনের এই এগিয়ে চলবার পর্বে হয়েছে প্রসারিত।
এখন এই নিত্য বিকাশের পথমাঝে এসেছে আহ্বান।
দেবতার অভীপ্সা জীবনের জন্য হয়েছে এখন প্রাণবন্ত।
যেমন করে হয়েছে জীবনের জন্য হয়েছে এখন নিবেদন পর্ব।
অগ্নির দীপ্তি হয়েছে জীবনের এই নিত্য আবেশ প্রবাহ।

এমনই হয়েছে ভাগবতী পথের আহ্বান করে উন্মোচন।
ভাগবতী বিকাশ এখন হয়ে স্বতঃ এমন বিকাশ পথে।
জীবনের এই প্রারব্ধেরক্ষণ প্রকাশ হবে ব্যাপ্ত জগৎময়।।

দেবতার এই উদারদানেঃ অয়োদংস্য, অর্চির্ষা যাতুধান।
অনুষ স্পৃশ জাতবেদঃ সমিদ্ধ।
আ জিহ্বয়া এতৎ মুরৎবেদ রভস্বঃ।
ঐ বাদৌ বৃকত্যম্ অপি ধত্যঃ বাসন।। (ঋ. বে. ১০/৮৭/২)

এই জগৎ ক্ষেত্র হোক নিত্য বিকাশের পর্ব মাঝে দীপ্য।
যে ভাব প্রদীপ জীবনের জন্য স্বতঃ বিকাশের উন্মোচনে।
মন্ত্রের দীপ্তি হয়েছে এখন জীবনের স্বাতন্ত্রের পথ প্রবাহে
বিকাশের যে সূত্র এসেছে জীবনের জ্ঞান প্রকাশ পর্বে।
এখন তোমারই জীবন সম্পদ করেছি গ্রহণ।
জীবনের এই দীপ্তি আসুক সদা প্রকাশ ক্ষণের বিকাশ।
দেবতার এই উদার দান জীবনের এই প্রকাশ পর্বের নিত্য প্রসারী।
হয়েছে জীবনের এই নিত্য বিকাশ পর্বের সত্য পথ বিবরণ সদাই।

সর্বজ্ঞ দিব্য আলোকময় ঃ প্রাণবায়ুর সঞ্চালনের জন্য গ্রাহ্য ও গ্রহণীয় সব উপাদান হয়ে উঠুক জীবনের পূর্ণতা পরিগ্রহের পথ সঞ্চার। জীবনের পূর্ণতার বিকাশ এখন ক্রম পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই অঙ্গের সুষমায় হ'য়ে উঠবে বিধৃত। যে প্রত্যয় জীবন ব্যাপ্ত হয়ে বিকশিত জীবনের সমন্বয়ের দৃপ্তপথে হয়ে উঠবে এখন সে প্রত্যয়ের জীবন দীপ্তি।

প্রাণবায়ুর সঞ্চালনের জন্যই অন্তরমাঝে সব অঙ্গাদি — আধুনিক ভাষায় রেস্‌পিরেটরি সিস্টেম। যে প্রবাহ অভ্যন্তরে এসে বায়ু বাহিত উপাদানের প্রয়োজনীয় অংশের সমগ্রতায় করে দেয় সংশ্লেষ তারই এখন নিত্য বিকাশের পর্ব। ক্রম বিকাশের এই পর্ব মাঝে হয়ে উঠবে তার দিব্য বিবর্তন সদাই। যে প্রবাহ এখনই হয়ে উঠেছে ক্রমাগত সব সময়ের বন্ধনীতে ন্যস্ত তারই এখন নবীন বিকাশের সদা অন্বয়ে ফুটে ওঠা। এই নবীন বিকাশ পর্ব জীবনের অনন্ত প্রসারী এক দিব্য বার্তার দিশারী। যে প্রবাহ এ পর্যন্ত হয়েছিল বিন্দুতে নিবদ্ধ, তারই এখন স্বতঃই হয়ে ওঠা অবারিত। অনন্ত বিকাশী এই প্রসার পথে হয়ে রয়েছে সত্যের বিকাশ পর্ব এখন নিত্য বিকাশ আর উন্মুক্ত বাতাবরণে হয়ে ওঠা এক অনবদ্য সত্য প্রকাশ। ঐ পরম সত্যের এখন বিকশিত হয়ে উঠবার ক্ষণ। আদি দেবতার এই বিকাশ পর্ব হয়েছে নিত্য নিরঞ্জনের এক অনন্তের পথে এগিয়ে চলবার অভিসার–প্রয়াস। যে নিত্য প্রকাশ এখন সত্যেরই এক নবীন প্রকাশ। বাক হয়েছে নিত্য প্রকাশের এই পর্ব মাঝে হয়ে উঠেছে এখন সত্যের পথ পরিত্যাগী। সত্যেরই পথমাত্রা হয়েছে জীবনের মধ্য দিয়ে প্রকাশী। এখন জীবনের এই প্রকাশ পর্ব অনন্ত পথে স্বতঃই হবে বিস্তৃত। বাক্ লাভ করেছে আদি সত্য। আবার নতুন করে ঐ বাকই হয়ে উঠবে সত্যের প্রকাশ শক্তি।

One obvious result (of the rapid changes in climatic conditions) was an increase in the variability of sea-ice cover and unstable global climatic conditions generally. And other was a change in monsoon rainfall, although threre were significant spatial differences with the calcium carbonate record from lake Qinghai on the Tibetan plateau suggestive of a decline in precipitation, while palaeo hydrological records from the middle reaches of the Yangtze indicate higher rainfall levels following the younger Dryas event. High resolution studies from take Malawi, Tangonyika and Balumtwi indicate abrupt shifts in the wind driven circulation of these lakes. While a range of other evidence suggests an abrupt northward translation of the African monsoon soon system that resulted in marked increasers in precipitation in the northern tropies and drought conditions in the South.

Naturally the impacts on flora and fauna wsere profound. There was new wave of large-scale animal extinctions. Once again as or result of hunting, climate stress or a combination of the two. DNA evidence suggests genetic substitutions in Europe and elewhere that are indicative of major demographic reductions around this period. A marked decrease in the number of sites occupied by humans in Japan also provide a telling signature of population collapse.

(Peter Frankopan, The Earth Transformed. An Unfold History, Bloomsbury Publishing 2023, p. 57.)

পরমাত্মা নিজেই সর্বজ্ঞ সর্বভূত সর্ব উপাদান ও জীবনের ঈশ্বর। তিনিই জীবনের উপাদানসমূহের এই আত্যন্তিক কেন্দ্রে হয়ে রয়েছেন দিব্য বিকাশী। পরমাত্মা নিজেই এই সত্যকে জগৎমাঝে রক্ষাকর্তা হয়ে জগৎজনকে সত্য পালনের পথে করছেন স্থিত ও উপযোগী। নাম ও রূপের বিকাশ এই জগতের মাঝে হয়ে চলবে জগৎময় এক পরম সত্য হয়ে। নাম-রূপ উপাদান হয়েছে যাকিছু হয়েছে সব কিছুর মধ্যেকার যে গূঢ় সত্য হয়ে তিনি বিরাজ করছেন তাঁরই স্থিতি রয়েছে ওই হৃদয়ের অভ্যন্তরে, হৃদয়ের গভীর গহন কেন্দ্রে হয়ে বিরাজিত স্বতঃ বিরাজিত বহুবিধ ব্যবস্থায় হয়ে ন্যস্ত এখন এই বিকাশের মধ্য থেকে গড়ে তোলা এই নিত্য বিকাশের অঙ্গপ্রদীপ।

প্রাণবায়ুর সঞ্চালন মানসে প্রাণাঙ্গ হয়েছে নাসিকা, ফুসফুস আর সব যুক্ত হয়ে থাকা ও যুক্ত হয়ে থাকার এই প্রয়াস হয়ে উঠবে নিত্য বিকাশ এই বিকাশ স্বতঃই এক একান্ত ব্যাপ্ত নিত্য বিস্তৃতি। জগতের বিপুল প্রাচুর্যের মাঝে হয়েছে যে আলোর বিকাশ তারই এখন জীবন ময় প্রকাশ পথে হয়েছে ব্যাপ্ত নিত্য দৃষ্টিস্নাত এই আলোকের বিকশিত প্রভায় জগৎ মাঝে এখন হয়েছে দৃষ্টি স্নাত এক একান্ত নবীন প্রবাহ। দৃষ্টির প্রভায় এখন সকলে দেখবে জগৎময় ভগবানের এই অপরূপ সৃষ্টি। জগৎময় এই অপরূপ শোভাময় প্রকৃতির শোভা করে চলেছেন উন্মোচন ঐ দিব্য মণ্ডলের আদিত্য স্বয়ং। আলোয় পরিপূর্ণ হয়ে জগৎময় বিস্তার সব হয়ে উঠুক জীবনের দৃপ্ত বিকাশ। অক্ষিদ্বয় হয়ে উঠেছে এখন জগৎ সঞ্চারী। এই দৃপ্ত বিকাশে সৃষ্টির এই অনন্ত প্রবাহ হয়েছে ব্যাপ্ত, মূর্ত, নিত্য বিকাশের এই অনন্ত ক্ষণ প্রবাহের মধ্যেই হয়ে উঠেছে এই সৃষ্টির নিত্য প্রবাহ। চক্ষুর বিকাশ এখন হয়ে উঠেছে অনন্ত সৃষ্টির শোভাময় বিজ্ঞানদর্শন। ভগবান এই দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলেছেন জগতের বিকাশ পর্ব হয়ে উঠুক নিত্য এই বিকাশ পর্বের অনুভব আর উন্মোচনের জন্য হয়ে উঠবে একান্ত নিবেদন পর্বের আবশ্যিক এক সত্য প্রয়োগ। যে সত্য ঐ অনাবিল উপলব্ধির প্রকাশ হয়েছে জগতে। পরম প্রকাশ তিনি এখন জীবনের পর্বে পর্বে দিয়েছেন উপহার সত্যের কণা বিস্তার। সত্যের এই কণা বিস্তার জীবনের জন্য হয়ে উঠেছে সমগ্র সৃষ্টির জন্য স্বতঃ উন্মোচনী।

নিত্যশুদ্ধির আহ্বান পর্বে ঃ

উভৌঃ অভয়ঃ আবিৎ নূ উপ। ধেহি দ্রংষ্টা।
হিংস্রঃ শিদানী। অবরং পরং চঃ
উতান ন অরিক্ষৈ পরি যাহি রাজন্।
জম্ভৌঃ সং ধ্যেয়াভ্ভিঃ যাতুধানান্।। (ঋ. বে. ১০/৮৭/৩)

জীবনের এই জড় বিকাশের পথে হয়েছে তোমার আহ্বান।
হয়েছে ধ্বনিত জীবন মাঝে তোমারই নিত্য প্রবাহের এই ক্ষণে।
এখন হয়েছে জীবনের এই জাগরণের ক্ষণে হয়েছে উন্মোচন।
তোমারই বিপুল পথের নিত্য আবাহনের বিপুল বিস্তারে।
এই প্রাণবায়ুর প্রবাহ এসেছে তোমা হতে হয়ে জীবনের রাজা।
এই ক্ষণের সাধন অবরোধ হয়েছে উন্মোচন পর্ব এখন এই প্রবাহে।
জীবনের পথে এসেছে তোমারই আহ্বান ঐ উত্তরণের পর্বে।
এখন হয়েছে তোমারই আহ্বানের নিত্য শুদ্ধির এই পর্বে।।

হৃদয়ে আহ্বান
নিত্য পথের স্বাতন্ত্রে ঃ

যজ্ঞৈঃ অরিষুঃ সংনমানম অগ্নে।
বাচা শল্যোঃ অশনি অভিদিহান্তঃ।
তু অরিবিধ্যে হৃদয়ে যাতুধানান্ প্রতীচী।
বাহুম্ প্রতি ভঙ্‌ধ্যে এষাম্।। (ঋ. বে. ১০/৮৭/৪)

সাধন পথের মাঝে হয়েছিল যে প্রতিরোধ।
এসেছে এখন জীবনের মাঝে প্রজ্ঞায় নিবেদনে স্মরণ।
যে বার্তা ছিল জীবনের পথে তোমারই নিবেদনের এই পর্বে।
হয়েছে তারই নিত্য পথের এই উন্মোচনের পর্বে হয়ে মাধুর্যপূর্ণ।
এখন দেবতার শক্তি হয়েছে নিবেদিত জীবনের সব উদ্যোগে।
তোমায় করে বরণ এই নিত্য পথের বন্দিত ছন্দের শীর্ষে।
ঐ প্রতিরোধের শক্তি হবে এখন চূর্ণ জীবনের এগিয়ে চলার পর্বে।
তোমারি মূর্ত চেতন এখন এসেছে রথ হবে পূর্ণ এখন।

ব্রহ্মমার্গে ঃ অগ্নে তু এবচং যাতুঃ ধানস্য ভিন্ধি।
হিংস্রা স্বনিহেরসা হন্তে এবনম’
প্র পর্বমন জাতবেদঃ শৃনীহি।
ঐ র‍্যাৎ দবিষ্ণুঃ বিচিত্র এত বৃজন্যম্।। (ঋ. বে. ১০/৮৭/৫)
দেবতার কৃপার পরশ এখন জীবন মাঝে।
হয়েছে জীবন মাঝে জাগ্রত ঐ দেবচেতনের শক্তির উৎস।
এখন এসেছে ক্ষণ জীবনের এই দৃঢ় প্রত্যয়ের ক্ষেত্রের আহ্বান।
দেবতার শক্তির কৃপা পরশ হোক জীবনের মাঝে সঞ্চার।
যে ভাবদীপ্তির এখন এসেছে সময় সমাধির মন্দিরে হতে স্থিত।
সাধন পথের এখন হয়েছে উন্মোচন যা কিছুরই
ঐ মিলন পর্বের যা কিছু অন্তরাত্মার ছায়া রূপে।
দেবতার এই নিত্য পরে পথ প্রবাহ হয়েছে ব্রহ্ম মার্গে।

নিত্য পথের প্রাবল্যে ঃ যত্র ইদানীম পশ্যসি জাতবেদ।
তিষ্ঠন্ ত্বম অগ্ন উত বা চরন্তম।
পশ্যাদি যৎ অগ্নে তৎ প্রসাদাৎ যৎ দান অরিক্ষে।
পতিভিঃ পতন্তং তমস্তা বিভ্রা মার্বোঃ পিশান।। (ঋ. বে. ১০/৮৭/৬)
বিশ্বপথে চলেছো এই স্বাতন্ত্রের অধিকারে।
যারই হয়েছে বিশ্বাস যেমন হয়েছে প্রাপ্ত জীবনের।
এখন আর তখন সময়ের সব প্রাবল্যে প্রবাহের মুখে।
তোমার চাওড়া এখন হোক আরও ঘনীভূত জীবন মাঝে।
প্রতিরোধের সব গণ্ডী এখন এসেছে নবীন চেতনের মিলনে।
চলেছে এখন নিত্য পথের এই প্রাচুর্যের এই ক্ষণ মাঝে।
অগ্নি রূপের এই মিলন পর্বে প্রতিকারের এই জীবন পর্বে।
আসুক আহ্বান নিত্য দিনের নিত্য পথের প্রাবল্যে।।

দিব্যভাব ঃ সৃষ্টির দ্যোতনা এসেছে শ্রষ্ঠার ‘স্বে-মহিম্নি’-নিজ মহিমায় হয় মগ্ন, মহিমার আস্বাদন। সৃষ্টির সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছে সত্যের এক বিশেষ প্রকাশ। এই বিশেষ প্রকাশ হয়েছে সৃষ্টির এগিয়ে চলবার শক্তি। এখন বিকাশের শক্তি হয়ে উঠবে জীবনের নিত্য ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে প্রকাশ এই জীবনের হোক পরম্পরার প্রত্যয় থেকে হোক নিত্য বিকাশের আহ্বান। অঙ্গাদির এই বিকাশ হয়ে উঠেছে এক অনন্তকাল প্রবাহের ক্ষণ প্রদীপ। মানবের মাঝে এখন দেবগুণ সংযোজন পর্ব নবীন ভাবে।

তা এতাঃ দেবতাঃ সৃষ্টাঃ অস্মিন্ মহতি অর্ণবে প্রাপতন্।
ত্বম্ অশনায়া - পিপাসাভ্যাম্ অন্ববার্জৎ। তাঃ এনম্ অব্রুবন্
নঃ আয়তনং প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ অন্নম্ আদাম ইতি। (ঐ. উ. ১/২/১)

এই ভাবপ্রবাহে এখন পূর্ণ বিকাশের তরে মানবের মাঝে হয়ে উঠবে দেবপ্রকাশ। যেন প্রতিটি ক্ষণে হয়ে চলবে জীবনের দেববিকাশের পর্ব। মানবের মাঝে এখন দেববিকাশী ভাব প্রবাহ আর গুণাদির হয়ে উঠবে নিত্য সনাতনের এক অএনন্ত প্রবাহ। এই অনন্ত প্রবাহই জীবনের সত্য সঞ্চারী হয়ে উঠবে যে মানব প্রকাশ তারই এই ভাবপ্রবাহই হয়ে উঠবে নিত্য সনাতনের মূর্ত প্রদীপ জীবন মাঝে হয়ে উঠবে এক অনন্ত ভাব প্রবাহের মাঝে হয়ে উঠেছে একান্ত বিকাশী হয়ে উঠেছে জীবনের ভাব পরিগ্রহকারী হয়ে উঠেছে স্বাতন্ত্রের প্রদীপ হয়ে প্রকাশিত এখন জীবন মাঝে স্বতঃ বিকাশী এক একান্ত বিস্তারী প্রকাশ সূত্রের ভাবে।

It has recently been argued that the blossoming of cave art that took place 42,000 Years ago was linked to an abrupt piriod of dramatic climate change. An episode known as the Laschamps Excursion sow simultaneous shifts of precipitation and wind patturns in the pacific and southern ocean, a sharp decline in the strength of earth’s magnetic field and a spell of unstable solar activity that included multiple

massive flares that also affected global weather patterns. The results included glacial expansions in the Andes and Aritification in Australia that were so profound that they bed to the whoesale extinction of large animals. The expansion of the laurentide ice sheet and the cooling of North America and Europe, combined with electrical storms and auroras that produced spectacular light shows in the skies, forced modern humans to seek protection in cavees for longer periods and perhaps provided inspiration for more creative forms of social engagement and artistic expression.

Nevertheless what is most striking about Homo Sapiens was the ability to cope with and even flourish in different conditions across rainforest and marcine habitats. The fact that modern humans set off for new pastures around this time, setting remote parts of ocenea lime vanuatu and Polynesia shows both resourcefulness and remarkable initiative.

(Peter Frankopan, The Earth Transformed – An Untold History, Bloomsbury Publishing, 2023, p. 50.)

মানবের মাঝে এই দেবগুণের বার্তা হয়ে আসুক আবার মূর্ত। জীবনের এই কাল প্রবাহ হয়ে উঠেছেন অনন্ত সত্যেরই জগৎময় ভাববিকাশী। যে বার্তা জীবন মাঝে এসেছে ঐ জীবন্ত সত্যের সৃষ্টির প্রদীপ হয়ে রয়েছে জীবনময় এক বিপুল প্রকাশ প্রবাহ। জ্ঞান পুরবাহ কালের সীমায় সীমিত না থেকে এসেছে জীবনের গড়ে ওঠা ও বেড়ে ওঠার একান্ত স্বাতন্ত্রের পরিচয়। ঐ বিষয় হয়ে উঠুক জীবন মাঝে একটি অখণ্ড দীপশিকা যার আলোক প্রভা হয়ে উঠেছে ব্যাপ্ত এখন নবীন উন্মেষের অভীপ্সার পথে। জীবনময় এখন আসুক একান্ত বিকাশ পর্বের শুভ্র জ্যোতির্ময় দিব্য বার্তায় জীবনের কর্মচিন্তা ও কর্মের প্রবাহকে সমাদরে বরণ করে নিয়ে ঐ দিব্য জ্যোতি কণা হয়েছে বিকশিত।

অগ্নিঃ বাক্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ। বায়ুঃ প্রাণঃ ভুত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ।
আদিত্যঃ চক্ষু ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ। দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণঃ প্রাবিশৎ।
ঔষধিঃ বনষ্পতয়ঃ লোমানি ভূত্বা ত্বচ প্রাবিশন্। চন্দ্রমা মনঃ ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ। (ঐ. উ. ১/২/৪)

জীবনের এই কর্ম সমুদ্রে এখন দেবতার দানের ঐ বাক্ দৃষ্টি, শ্রুতি, দীপ্তি সবই জীবনকে দেবপ্রসাদী এই ভাগবতী ভাবসমুদ্রে অবগাহন করে হয়েছে জীবনময় ব্যাপ্ত এক মহতী দেবগুণের প্রবাহ হয়ে উঠবে জগৎময় এই প্রবাহ পর্বের হয়েছে নিত্য সত্যের ক্ষণপ্রকাশ। জগৎ এখন দেবদীপ্তির একান্ত প্রয়াসী।

সৃষ্টির সূচনা পর্বে ভগবান এই মহাবিশ্বের মাঝে দিয়েছেন অনন্ত শক্তি। এই শক্তি অনন্ত বিকাশী। বিজ্ঞানীদের ধারণা যে শক্তি আদিতে গ্রথিত হয়েছে সৃষ্টিতে সেই পরিমাণ শক্তিই রয়েছে সদা বিদ্যমান এই বিশ্বমাঝে। যুগ পরিবর্তনের বিবর্তনের পর্বে পর পর্ব এক একটি অবস্থার বর্ণনা যেমনে হয়েছে মূলত অনুমান ভিত্তিক। অনুমান আর অনুমানকে ভিত্তি করে যেসব যুক্তি আর যুক্তির পরম্পরা এগুলিও বিশেষ করে অনুমানগুলিকেই প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা। ঋষির ধ্যান-্উপলব্ধিতে যে সত্য ফুটে উঠেছে সেটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধিজাত। এই উপলব্ধির প্রবাহ থেকেই এসেছে নবীন সত্যের বিকাশ। নবীন সত্য একার্থে আদি সত্যেরই নবীন প্রকাশরূপ। ভগবান এই শাশ্বত সত্যের বিকাশ পর্বকে একার্থে বরণ করে নিয়ে জগতের বিকাশ বিষয়ে ভাবনার দৃষ্টিকোণ পূর্ণ সত্যের সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিজ্ঞানের দৃষ্টিস্নাত অনুমান নির্ভর জড় প্রক্রিয়ার পরীক্ষা লব্ধ সত্য পূর্ণ সত্যের একটি অংশ মাত্র।

এই বিপুল সৃষ্টির মূলে পরম চেতন আদি দেবতার সনাতনী ইচ্ছা। আর তাঁরই নটরাজ রূপের নৃত্য স্পন্দনই কালের রথকে সূচনা করে চলমান করেছে। যেমন করে ঐ ছন্দ জীবনের মাঝে হয়েছে নন্দিত তেমনই এসেছে জীবন বিকাশ প্রদীপ জ্যোতির্ময় প্রভাদীপ্ত।

আকাশের পটে
স্থিত প্রশান্তি ঃ

উতালব্ধং । স্পৃনুচ্ছি জাতবেদঃ জাতবেদঃ।
আলে ভানাৎ ঋষিভিঃ যাতুধাগৎ।
অগ্নে পূর্বো নি জাহি শোশুবান্।
আসাদঃ ক্ষিঙ্কাঃ। তম্ তনদন্ত, ত্রতীঃ।। (ঋ. বে. ১০/৮৭/৭)

এই অন্তর মাঝে হয়েছে যদি জীবনের নবীন আঙ্গিক।
যা কিছু রয়েছে জীবনের মাঝে এগিয়ে চলার শক্তি।
এগিয়েছে জীবন মাঝে মহাজীবনের উন্মুক্ত চলার শক্তি।
সদাই এসেছে জীবনের এই পর্বে নিত্য নিরঞ্জনের ভাবপ্রবাহ।
এই জগৎ পরে সর্বত্র হয়েছে বিস্তৃত বিপুল আহ্বান।

যেমন করে হয়েছে এই জীবন পথের নবীন আগ্রহ
ঐ মুক্ত আদর্শের আবহে যেমন হয়েছে বায়ু বাহিত জীবন সমূহ
বিকাশের পর্বে আসুক নিত্য ভাগবতী আকর্ষণ।।

সদা বিস্তৃতির এই পর্বে ঃ ইহ প্র ব্রুহি যতমঃ সৌ অগ্নেঃ।
যো যাতুধানৌ। যঃ ইদং কৃণোতি।
তমা রভস্ব সমিধা যবিষ্ঠ।
নৃচক্ষ স্বশ্চশ্রুযে রন্ধোয়েনম্।। (ঋ. বে. ১০/৮৭/৮)

এখন সাধন পথের যা কিছু ঐ বাধার ক্ষেত্র
হয়েছে তারই নিত্য পথের দৃপ্ত প্রকাশে এসেছে নবীন শক্তি।
যদিবা হয়েছে তোমার এই পর্বে একান্ত প্রকাশ পরম্পরা
এসেছে ক্ষণ তারই নিত্য বিবেকের বিস্মৃতির মার্গে এখনই।
কর্মের মাঝে এসেছে যে বাধার প্রাচীর প্রেরিয়ে চলুক এগিয়ে
এই সাধন কর্মের এখন ক্ষণ নিত্য বিকাশের প্রবাহ পর্বে।
দিব্য পথের এই বাধার পরিচয় হয়েছে উন্মোচন এখন।
ব্রহ্ম পথের সাধন প্রবাহ আসুক এখন নিত্য পরিচয়ে।।

মানবেদৈবী বিকাশ ঃ পরমাত্মারূপই অনন্ত মহাশূন্যের আর একটি শূন্যরূপ। রূপহীন, অরূপ তিনি স্বতঃই হয়ে উঠেছেন বহুত্বে বিন্যস্ত। যত প্রাণ হয়েছে সৃষ্টির তাঁরই দ্যোতনায় সবেরই মাঝে তিনি স্বয়ং আত্মা রূপের মহিমায় বিকশিত হয়েছেন। জীবনের মাঝে অতি ক্ষুদ্র অবয়বহীন এক আলোক প্রকাশ বিন্দু হয়ে তিনি বিরাজমান জীবের অন্তরমাঝে। জীবনের পথ চলার স্বাধীন সামর্থের অধিকার নিয়ে এই সৃষ্টির মাঝে পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে ব্রহ্মদীপ্তির নিত্য বিকাশ পর্ব জগতের মাঝে।

অয়ম আত্মা ইতি বয়ম্ উপাস্মহে। কতরঃ স আত্মা যেন বা রূপং পশ্যতি।
যেন বা শব্দং শৃনোতি যেন বা শব্দং শৃণোতি। যেন বা গন্ধন্ আজিঘ্রাত।
যেন বাচং ব্যাকরোতি। যেন বা স্বাদু চ অস্বাদু চ বিজানাতি। (ঐ.উ. ৩/১/১)

যা কিছু জীবনের বিকাশপর্বে প্রয়োজন অথবা তারও অতিরিক্ত কিছু ভগবান করেছেন সংস্থান উদার দানের পথে মানবের জীবনস্রোতে। পরম চেতন তিনি পূর্ণ সত্যের এই পূর্ণাবয়বকে অতিক্ষুদ্রে করেছেন পেশ জীবনের অভ্যন্তরে। কখনও চলমান আবার স্থবির হয়ে কখনও জীবনের রথ কালের নিবেদনের পর্বে দিয়েছেন যাত্রাপথের সামর্থ। একটি স্বাধীন মন এখন নির্বাচন করে চলেছে জীবনের জন্য তার চাওয়াটিকে। ঐ অনন্তের কালপ্রবাহের প্রতিটি কণাই কালের রথচক্রের স্পন্দনে হয়ে রয়েছে স্পন্দনশীল, জীবন হয়েছি গতিময়।

যৎ এতৎ হৃদয়ং মনঃ চ এতৎ সংগানম্। অজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং।
মেধা দৃষ্টিঃ ধৃতিঃ কুতিঃ স্মৃতিঃ সংকল্পঃ ক্রতুঃ অসুঃ কামঃ বশঃ
ইতি সর্বাণি এব এতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি। (ঐ. উ. ৩/১/২)

হৃদয়-মন-প্রাণের সমন্বয়ে হয়েছে প্রজ্ঞার সঞ্চার জীবনের অঙ্গে অঙ্গে। এমন বার্তার প্রবাহ জীবনের মাঝে এসেছে স্বতঃই বিকাশের এই নবীন পর্বে। স্তরে স্তরে এসেছে নবীন বিকাশবার্তা জীবনের নিত্য এগিয়ে চলবার এই পথ মাঝে। এখন জীবের অন্তর মাঝে ফুটে উঠবে ভাগবতী সত্য। অনন্ত বিকাশের এই ধারায় ভাগবতী সত্য হয়ে উঠেছে একান্ত নিবিড় মানবিক জীবন বিকাশী সত্যের অন্বয়। যে জীবন এসেছে এই নিত্য পথে হয়ে একান্ত নিবিড় প্রকাশ মাধুর্যে ভরপুর তারই ক্ষণে ক্ষণেই ঐ পরম চেতনের মধুস্রোতে অবগাহনের ক্ষণ এখন। বিকাশের মাধুর্য রয়েছে ভগবানের বার্তা করে উন্মোচন জীবন পথে এগিয়ে চলার নিত্য মাধুর্যে। সৃষ্টির শুরু হয়েছে পূর্ণ সত্যের সৃষ্টির ইচ্ছা থেকে, এখন এসেছে ক্ষণ আবার ঐ পূর্ণ সত্যেরই নবীন বিকাশ পর্বের। আদি দেব এখন নবীন ভাবস্রোতে মানবের মাঝে নিয়ে আসবেন ভাগবতী বিকাশ আর প্রজ্ঞা সঞ্চারের যুগপৎ মিলনের এই আবহে। অংশ হয়ে বিরাজ করেও ঐ পূর্ণ সত্যেরই পূর্ণ প্রকাশ সত্য পথের দিব্য যাত্রীর দিব্য অভীপ্সায়।

—ঃঃ—

ভাগবতী ভাবসমুদ্রে মন হোক স্থিত

সায়ক ঘোষাল

ভগবৎভাবে সন্নিবেষ্টিত মন হয়ে ওঠে এক অপ্রতিরোধ্য মন যার কাছে যতই বাধাই আসুক না কেন সে কখনোই থামে না। সে সব কিছুই তার পরমব্রহ্মের দান রূপে গ্রহণ করে। যার মনে এই বিশ্বাস গড়ে ওঠে সে শাশ্বত সনাতন তার মধ্যে আত্মরূপে বাস করছেন সেই ভক্তের বিশ্বাসই তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় পরম সত্যের পথে। যে কিছু পাবার আশা বা সুখ দুঃখের কথা চিন্তা করে যায় তার কাছে কখনোই এই বিশ্বাস গড়ে ওঠে না। জগতের যত আশা, নিরাশা, অপ্রাপ্তি এই সব মানুষকে আরো আকড়ে ধরে যাকে পরজীবি লতা-পাতার মতো, একটা সময় আসতে আসতে সেই পরজীবি চারাই যাকে আকড়ে ধরবে তাকেই নাশ করে হয়ে যাবে এক সুবিস্তৃত আগাছা। এই সবকে উপেক্ষা করে যার লক্ষ্য থাকবে পরম বন্ধু শাশ্বত পরমব্রহ্মের দিকে সেই পারবে এক বিশ্বাসে সুদৃঢ় বটবৃক্ষ জীবনে স্থাপন করতে সেই বিশ্বাসের বৃক্ষে আছে ভগবানের পরম বাসস্থান। অন্তরে সেই পরম পুরুষের রূপকে মনে রেখে কর্মকে তাঁরই প্রদান করা কর্তব্য মনে করে যে এগিয়ে চলে একটির পর একটি ধাপে সেই পাবে জীবনের কেন্দ্রে মহাশিবকে। কর্তব্য রত কর্ম সম্পাদনে ভক্ত-কখনো টলে যায় না এযে দিব্য কর্ম এটি ভক্তের ভগবানেরই দান। জীবনের জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ, মলিনতা, যন্ত্রণা সবই থাকে কিন্তু যে ভক্ত নিজের জীবনের প্রতিক্ষণে, প্রতিজনে এবং প্রতিস্থানে ভগবানের শাশ্বত অস্তিত্বের উপলব্ধি পায় সেই ভক্তের কাছে কখনোই সুখ-দুঃখ, জয় পরাজয়ের বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়ে না। মধুময় এই পুরুষই অমৃতের সঞ্চার করে চলেছেন। তিনি ক্রমে প্রেরণা জুগিয়ে চলেছেন অন্তরমাঝে। তিনিই সেই জীবনকে নিজ হস্তে মধুর সঞ্চার করে চলেছেন। যে করেছে সমর্পণ ভগবৎ চরণে তার জীবনের ভার তিনি স্বয়ং নিজ অধীনে নিয়ে নেয়, তাঁর থেকেই এই সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই মধ্যে এই ভালো মন্দ, সুখ-দুঃখ বিলীন হয়ে রয়েছে। তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। তিনি শুধু স্রষ্টাই নন তিনিই বিরাজ করছে এই সব জীবনের অন্তরে। তিনি মধুময় হয়ে বাস করছেন অন্তরের চিরাচরিত সঙ্গি হয়ে। তাঁরই মধূর বার্তায় মন হয়েছে মধুময়। উর্জিতা ভক্তির ক্ষণ জেগেছে ভক্তের অন্তরে জগত মাঝে। এই উর্জিতা ভক্তির প্রবাহে চেতনধারা হবে উর্দ্ধমুখী সাধন সমরে। তাঁরই কৃপায় আজ এ জীবন পেয়েছে তাঁর জীবনের জননীকে। মাতৃ রূপা হয়ে তিনি তার সন্তানকে প্রদান করেছেন উত্থানের প্রেরণা। প্রশান্তির ক্ষণ এখন হয়েছে জীবন মাঝে। যত অদিব্য ছিল তার অবসান হয়ে জীবন মাঝে এসেছে দিব্য পরশ। এখন শুধুই মনকে বেষ্টিত হয়ে থাকবে ভগবৎ ভাবে। এই ভগবৎ প্রজ্ঞার স্রোতেই মন্থন হয়ে ফুটে উঠবে জীবনে মধুত্বের সব সম্ভবনা। যখন তিনিই করেন সত্যের উন্মোচন জীবনে সেই জীবনের এই সম্ভবনা গুলি বাস্তবে রূপায়িত হয়ে শুরু করেন। ভগবানকে জানবার ও উপলব্ধি করার পর্বটি কখনোই শেষ হয় না, সর্বদা জাগ্রত থাকে। এই পথে ভক্ত তার জীবনের সময় সীমা বা তার অতিক্রম সময় সীমাতেও ভগবৎ ভাবকে নতুন নতুন করে শিখতে জানতে পারে এটাই তো পরম উপলব্ধি। সমর্পণ যুক্ত মনেই নির্মাণ হয় উপলব্ধি। ক্ষণে ক্ষণে উপলব্ধির ভরসায় জীবন গড়ে ওঠে সত্যের স্বরূপে। যেমন করে এসেছে জীবনের সত্যে প্রবাহ তেমনি হয়েছে মন ভগবৎ প্রজ্ঞায় ভরপুর মধুর পাত্র স্বরূপ।

"পুরুষ এব ইদং সর্বং যৎ ভূতং যৎ চ ভব্যম্।
উত অমৃতত্বস্য ঈমানঃ যৎ চ অন্নেন অতিরোহতি।। (শ্বে. উ. ৩/১৫)

সেই তিনিই পরম পুরুষরূপে হয়েছেন বিশ্বব্যপ্ত। যা কিছু ছিল অতীতে, যা কিছু রয়েছে বর্তমানে আর যা কিছু হয়ে উঠবে ভবিষ্যতে এর সবটাই সেই পরম সত্য পরম পুরুষে হয়ে রয়েছে ব্যাপ্ত। যা কিছু জড় প্রভাযুক্ত তার সবই এই জগতের ব্যাপ্ত সীমা পেরিয়ে অমৃতের পরশ যুক্ত হয়ে জীবনের প্রবাহ গড়ে ওঠে।" (বেদস্নান-সত্যার্থীর ব্রহ্মজ্ঞান সাধন বেদপথে, অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়)

ভগবানই জীবনের রাজা, ভগবানই প্রজ্ঞা, ভগবানই সর্বময় হয়ে রয়েছেন এই উপলব্ধিই হল প্রজ্ঞার সূচনা।

যে মন একবার পূর্ণ সমর্পণ করে ভগবানে স্থিত হয়েছে তার কাছে যে বাধাই আসুক কিছুই প্রভাব ফেলতে পারবে না। সেই ভক্তের কাছে ক্রমশ বার্তার আবহ আসতে থাকে সদা প্রত্যয় স্থিত হবার জন্য। এই প্রত্যয়ের নিরীক্ষেই দেবতার আহবান আসে অন্তরে। যে নিত্য দিনের চিন্তা ছিল জাগতিক দিক নিয়ে ভরপুর এখন এই ভগবৎ বার্তায় জুড়ে রয়েছে সেই নিত্য দিনের চিন্তা। এই ভগবৎ চিন্তন ছন্দের নিত্য নন্দনে মন হয়েছে দেবশক্তির উন্মেষে ভরপুর। মহাসূর্যের চরিত্র এসেছে জীবনে, সর্বক্ষণে উদিত হবার

মতো করে চেতনার উর্দ্ধমুখে হবে উত্তরণ। এই মহাসূর্যের আলোক প্রেরণায় জেগেছে অন্তরের সূর্য হে পরম পুরুষ তোমার স্বরূপে। যে ভাব প্রদীপ ছিল সুপ্ত মনের গভীরে সেই প্রদীপের হয়েছে ক্রমশ পূর্ণ প্রকাশ এই মহা পরমপুরুষের প্রেরণা দানে। যখনই জেগেছ অভীপ্সা জীবনে তখনই এসেছে হঠাৎই পরম পুরুষের বার্তা মনের কাছে সেই অভীপ্সাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিজের লক্ষের পূর্ণত্বের দিকে।

সেই অভীপ্সার ভরপুর জীবনই জগতের ভোগ অতিক্রম করে এগিয়েছে আনন্দময় কোষে রূপান্তরিত হতে। যে-মন ছিল বিষয়ে বস্তুর জানার আকাঙ্ক্ষায় ভরপুর সেই মন এখন সেই আকাঙ্ক্ষার অবসান করেছে নিবেদনের মাধ্যমে। এখন হয়েছে ক্ষণ সেই পরম পুরুষের উত্থানের জগৎ মাঝে যে নিত্য নবীন ভাব এই উত্থানে ছড়িয়ে পড়বে সবার মাঝে। হে প্রভু তোমার কৃপায় করো উন্মোন এই মনের চেতনা।

—ঃঃ—

জীবন পথে ভাগবতী প্রেরণা ঃ কিছু স্মৃতি, কিছু অনুভব

তপন রায়চৌধুরী

ঈশ্বরের কৃপায় যদি পঙ্গু ও গিরিলঙ্ঘন করতে পারে তবে আমিও নিশ্চয়ই পারবো আমার মনের ভাবকে সত্যের পথে তুলে আনতে। মা সারদা বলেছেন, আমরা সকলেই তাঁর সন্তান-প্রকৃতই তাঁর সন্তান-তিনি সর্বদাই সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। তিনি সৎ-এরও মা, তিনি অসৎ-এরও মা। বিপদকালে তাঁকে স্মরণ করলে তিনি সর্বদাই আমাদের রক্ষা করেন। এর প্রমাণও আমি জীবনে চলার পথে বারে বারে পেয়েছি, তারই দু'একটা কথা আজ বলবো।

সরকারী কাজে একালেও যেমন, সেকালেও তেমনই প্রচণ্ড চাপের মধ্যে কাজ করতে হোত। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়ে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হয়েছে। তখন তাঁকে ডেকেছি—বলেছি। "ঠাকুর! আমি অসহায়, তুমি আমাকে পথ দেখাও।" অবিশ্বাস্যভাবে অভাবনীয় পথ বেরিয়ে এসেছে।

নিজের চাকুরী পাওয়ার ক্ষেত্রেই এমন ঘটেছে। মাননীয় রাজ্যপাল ধর্ম বীরার আমল ছিল সেটি। চাকরীর application, পরীক্ষা, interview, selection সবই সেই সময়কালে। পেলাম selection- এর চিঠিও। এরপরই পট পরিবর্তন হল। এলো এক নির্বাচিত সরকার। Posting order আর পাচ্ছি না, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলে যায়। কানা ঘুষো শুনি, panel cancel হতে চলেছে। আমার কাকা গুরুদেবের স্মরণ নিলেন। আমাকেও বার কতক নিয়ে গেলেন। আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। এইসময় হঠাৎই ডাকযোগে এলো appointment letter, posting বীরভূম জেলার এক প্রত্যন্ত স্থলে। বার বার পড়েও বিশ্বাস যেন হতে চায় না appointment letter কে। এরপর পর পর একাধিক চাকরির appointment -এর চিঠি। যাই হোক্ এপ্রিলের এক শেষ বিকেলে গিয়ে বীরভূমের নিরালা জনপদে কাজে যোগ দিলাম। থাকা-খাওয়ার-সুবন্দোবস্ত সুচারুভাবেই সুসম্পন্ন হল। অনতিবিলম্বে দেখা গেল অফিস কোয়ার্টারর্সগুলির এক দেয়ালের-ব্যবধানে স্বামী সত্যানন্দজীর আশ্রম। এটিই ছিল ঐ সঙ্ঘের মূল কেন্দ্র। পাশেই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং আশ্রমের ভিতরেই ছেলেদের আবাসস্থল। মন্দিরে নিয়মিত সন্ধ্যারতি এবং প্রার্থনায় উপস্থিত থাকার-সুযোগ, প্রথম চাকুরীতে এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং ধর্মীয় পরিমণ্ডল পাওয়া আমার মনে হয়েছিল ঈশ্বরেরই কৃপা।

'৭৮ -এর ভয়াবহ বন্যার কথা মনে পড়ছে। কলকাতার সঙ্গে সংযোগকারী খরস্রোতা নদীর উপরকার সেতুটি ভেঙে গেল। চারিদিকে শুধু জল আর জল! বিপন্ন মানুষ-গ্রামের পর গ্রাম জলের তলায়! কেবল মানুষের হাহাকার, আশ্রয় নেই-খাবার নেই। দুর্গত মানুষদের বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে রাখা হয়েছে। কয়লার সংকট, পেট্রল-ডিজেলের সংকট। সবে চাকরীতে ঢুকেছি। বয়সে তরুণ, অনভিজ্ঞ। তবে মনের ভিতর থেকে যেন শুনতে পেলাম— "ওঠো, জাগো—মানুষ বিপন্ন-তাদের পাশে দাঁড়াতে।" যেন একটা ঘোরের মধ্যে অফিসে গিয়ে Headclerk - এর চেয়ারে গিয়ে বসলাম। হাতের

পাশে টেলিফোন আর টেবিলের ওপর কাগজ-কলম। ঘোরের মধ্যে অদৃষ্টচালিত হয়ে একের পর এক 'Order' লিখে যাচ্ছি। বন্যার্তদের আশ্রয়স্থল নির্ধারণ, বাসস্থানে রান্নার ব্যবস্থার জন্য Gruel Kitchen খোলার ব্যবস্থা, সেসব কাজ চালানোর জন্য অফিসারের তত্ত্বাবধানে কর্মচারীদের নিয়ে দল গঠন এবং তাঁদের পাঠানোর ব্যবস্থা, ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ এবং তা বিলির ব্যবস্থা করা; কয়লার ডিপো, পেট্রোল পাম্পসমূহকে 'সীজ্' করা এবং প্রয়োজন বুঝে তা ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া-সমস্ত কিছুর দায়িত্ব যন্ত্রচালিতের মতো হাতে তুলে নেওয়া। আশ্চর্যের বিষয়— আমার থেকে অনেক Senior Officer- গণ এবং কর্মচারীবৃন্দ বিনা প্রতিবাদে সব দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। আমার উর্দ্ধতন আধিকারিক সমস্ত দায়িত্ব আমার-ওপর নীরবে ছেড়ে রেখে Ground 'Zero' তে দুর্গতদের পাশে পাশে ঘুরছেন এবং বিপদের মোকাবিলায় সাহস যুগিয়ে যাচ্ছেন। মুহুর্মুহু জেলা Office থেকে report চাইছেন জেলা সমাবর্তা থেকে-অন্যান্য ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। সর্বক্ষণ সজাগ এবং সতর্ক থাকা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে নেওয়া।

দুর্যোগের দিন একসময় শেষ হল। রাতের অন্ধকার কেটে সূর্যদেব দেখা দিলেন। ঘোর কেটে গেলে সম্বিত ফিরে এলো। আমার উপরওয়ালা প্রশাসনের উচ্চতম মহলে অত্যন্ত প্রশংসিত হলেন। সাধারণের মধ্যেও প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন, বিপদের সময় সরাসরি সাক্ষাৎ তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। কিন্তু আমার কি অবস্থা!! আমি সে আমার ক্ষমতা ও অধিকারের বাইরে কাজ করেছি! কোন্ অধিকারে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং বলবৎ করেছি— সে প্রশ্ন আসবেই। আর্থিক শৃঙ্খলার প্রশ্নও Audit তুলতে পারে। বুঝতে পারলাম Senior প্রাজ্ঞ বহুদর্শী আধিকারিকরা কেন এগিয়ে আসেননি। অবশেষে আমি একটি notesheet নিয়ে আমার উপরওয়ালাকে অনুমোদনের জন্য দিলাম। তিনি ডেকে বললেন—"ভয় পেয়েছো?" লিখে দিলেন সে সমস্ত কাজ তুমি করেছো সবগুলারই অনুমোদন দেওয়া হল এবং এখন থেকে তুমি এই সবগুলি কাজই করে-যাবে। এই ভাবে সমস্যাটির সমাধান হওয়ায় ঈশ্বরের কাছে প্রণাম এবং কৃতজ্ঞতা জানালাম। আজ এতদিন পরেও আমি জানি না এই পর্বতপ্রমাণ কাজ কি আমি নিজে করেছিলাম না কি কেউ আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলাম। ঈশ্বরের করুণাধারা অনেক সময়ই সাধারণ মানুষের মধ্য দিয়েও প্রকাশ পায়, হয়তো এটি তারই একটি উদাহরণ।

আরও একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে। আমার -এক কাকার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি হঠাৎই একদিন জ্ঞান এবং অজ্ঞানের দোলাচাল হরিয়ে গেলেন। কখনও কল্পনার জগতে থাকেন। ডাক্তারি পরিভাষায় রোগটি 'অ্যালজাইমার্স'। কাকীমাও গত হয়েছেন। বাড়ীতে কেবল আমার পরিবার—পুত্র, কন্যা এবং স্ত্রী।

আমার Posting তখন জলপাইগুড়িতে। সর্বসময়ে সহায়িকা ছিল—তথাপি রাতের পর রাত আমি একটি চেয়ারের উপর বসে কাকাকে পাহাড়া দিয়েছি। সহায়িকা সোফার উপর শুয়ে তখন নিদ্রায় বিভোর। কাকার-বাহ্যজ্ঞান শূন্যতে। জামা ভেবে প্যান্ট গলিয়ে গায়ে পড়তে যান। খাটের উপর দাঁড়িয়ে দেওয়াল না বুঝে হেঁটে চলেন, ভেদ করে যাওয়ার জন্য। ঐভাবে হাঁটালে খাট থেকে সোজা মেঝেতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। যখন তখন বাইরে বেরিয়ে নিজ বাড়ির সন্ধানে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। আমার কাকাকে যে মনোবিদ এবং স্নায়ু বিশেষজ্ঞ দেখতেন, তিনি বললেন, "আপনি আপনার কাজে গিয়ে যোগ দিন—অন্যথায় আপনি নিজে অসুস্থ হয়ে পড়বেন এবং আপনার চিকিৎসা করতে হবে।" লোকের বন্দোবস্ত করে স্ত্রীর হাতে সংসার এবং কাকার দায়িত্ব ছেড়ে জলপাইগুড়িতে গিয়ে কাজে যোগ দিলাম। মাথায় দুশ্চিন্তার রাশি। কাকার চিকিৎসা এবং দেখাশুনা, স্ত্রী সন্তানেরা কিভাবে থাকছেন, বিশাল আর্থিক-সমস্যা-স্থায়ীভাবে কাকাকে কোথায় কিভাবে ভালোভাবে রাখা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে; জগৎ সংসারে যেন একেবারে একা। সামান্য দু'একজনই কেবল পাশে থেকেছে। দিনের পর দিন, দিনান্তে কাজের শেষে রামকৃষ্ণ মিশনের মন্দিরে ঠাকুরের সামনে বসে থেকেছি—ঠাকুরকে ডেকেছি এবং বলেছি, "ঠাকুর আমাকে পথ দেখাও।" অভাবনীয় ভাবে সে সমস্যার সমাধান হয়েছিল, কিন্তু সে প্রসঙ্গ আজ আর নয়।

কে কখন কোন অবস্থায় তাঁর কৃপা পাবেন তা বোধহয় তিনি ছাড়া কেউ জানে না। যে পায় সেও কি সবসময় বোঝে?

—ঃঃ—

শ্রী অনির্বাণ সান্নিধ্যে

আশুরঞ্জন দেবনাথ

হৈমবতী; ফার্ণরোড। 26.04.72 বুধবার। চব্বিশতম দর্শন।

অনেকদিন পর স্বামীজির চিঠি পেলাম; প্রায় আট মাস পর। শেষ চিঠি পেয়েছি গত সেপ্টেম্বর মাসে উদয়পুর ট্রেনিং স্কুলে। তারপর এই প্রথম ৫/৪/৭২ তারিখে স্বামীজি নিজ হাতে পেন্সিলে লিখেছেন,

স্নেহের আশু, অনেকদিন পর তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার গুলি পেয়েছি। প্রাপ্তি সংবাদ পেয়েছ কিনা জানি না। এখন অবস্থা একটু ভালর দিকে। বাড়ি যাচ্ছ কি? এখন থেকেও বুধ বা রবিবারে দেখা কবলে কিছু কথাবার্তা হতে পারে। শরীর এখনো খুব দুর্বল—শয্যাশায়ী হয়ে আছি।

স্নেহাশিস পিতা
অনির্বাণ

স্বামীজির এ অপ্রত্যাশিত চিঠি পেয়ে খুবই আনন্দ পেলাম। স্বামীজি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠছেন এরচেয়ে বড় আশারকথা আর কি হতে পারে! মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালাম, "মাগো করুণাময়ী স্বামীজিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোল।"

২৬ শে এপ্রিল, বুধবার; ফার্ণরোডে স্বামীজির পদপ্রান্তে পৌঁছালাম। বিকাল সোয়া চারটায়। সূর্য্যের তেজ তখনো কমেনি, প্রচণ্ড দাবদাহে মহানগরী ক্লান্ত। ভয়ে ভয়ে কলিং বেল টিপতেই বেড়িয়ে এল একটি একটি ছোট মেয়ে, সম্ভবত বাসায় কাজ করে। তারপর গৌতম বাবু। বললাম স্বামীজির সাথে দেখা করব। 'এস'; ঘরে গিয়ে বসলাম গিয়ে বসলাম। পাশের ঘরে স্বামীজি। গৌতমবাবু স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করে এসে বললেন, যাও। স্বামীজি শায়িত। দু'হাতে মেলে ধরে একখানি চিঠি পড়ছেন। (পরে প্রসঙ্গত জেনেছি চিঠিখানি ফ্রান্স থেকে লিখেছেন শ্রীমতী লিজেল রেঁম—যার সম্পর্কে তখনো কিছু জানতাম না। স্বামীজির সম্পর্কে ওনার বিখ্যাত বই Lila with a Brahmin Family তখনো পড়ার সৌভাগ্য হয়নি। To Live within, Letters from a Baul অবশ্য পরবর্তী কালের লেখা।) চিঠি রেখে স্বামীজি বললেন. "বস'। খাটের পাশে রাখা একখানি টুলের উপর বসলাম।

স্বামীজির স্বাস্থ্য খুবই ভেঙ্গে গেছেন। একে তো কৃশ চেহারা, রোগে ভুগে আরও ক্ষীণ হয়ে গেছেন; এরকম চেনাই যাচ্ছে না। সব সময় শয্যাশায়ী থাকেন; এপাশ-ওপাশ ফিরতেও পারেন না। ফিরতে হলে কারো সাহায্য নিতে হয়। কণ্ঠ ক্ষীণ; কথাও খুব আস্তে বলেন, অস্পষ্ট। দূর থেকে বুঝতে কষ্ট হয়। নিম্নাঙ্গ সম্ভবতঃ প্রায় অবশ। তবুও বলব, গত নভেম্বরে যেমনটি দেখে গিয়েছিলাম; তারচেয়ে অনেকটাই ভাল। কথাবার্তাও একটু বলেন; অন্ততঃ আমার সাথে আধ-ঘণ্টা বলেছেন। যদিও বেশি কথা বলা ডাক্তারের বারণ। কারো বিশেষ কোন জিজ্ঞাস্য থাকলে অল্পকথায় জবাব দেন।

স্বামীজি বললেন, "বল কেমন আছ; এখন কোথা থেকে এসেছে। বললাম, ভাল আছি; এখন কাটোয়া থেকে এসেছি, আবার আজই ফিরে যাব। স্বামীজি হাতপাখা দিয়ে নিজেই হাওয়া করছিলেন। আমি হাত বাড়িয়ে বললাম, 'আমায় দিন।' স্বামীজি ছিলেন না। বললেন, "থাক", আমার একটু exercise দরকার। একটু অপেক্ষা করলাম। স্বামীজির ভগ্নস্বাস্থ্য ও শয্যাশায়ী অবস্থা দেখে বেদনায় কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল, গলা দিয়ে কথা সরছিল না। অবেশেষে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাস করলাম, "স্বামীজি গায়ত্রী মন্ত্র তো লিখে পাঠিয়েছেন, এরপর আর দেখা হয়নি। মন্ত্র তো লিখে পাঠিয়েছেন, এরপর আর দেখা হয়নি। মন্ত্র 'উচ্চারণ' করে যদি একটু বুঝিয়ে দিতেন। স্বামীজি প্রথমে গায়ত্রী মন্ত্র ধীরে ধীরে আবৃত্তি করলেন, তারপর প্রতি শব্দের অর্থ বললেন। চিঠিতে যা লিখে পাঠিয়েছেন তারই পুনরাবৃত্তি ও ব্যাখা।

ওঁ— বীর ধ্বনি— যা সবেরই মূলাধার, সব নিয়ে সব ছেয়ে যা রয়েছে।

ভূঃ— পরিব্যাপ্ত দেহ চেতনার বোধ।

ভুবঃ— প্রসারিত ও অবিনাভূত প্রাণ চেতনার বোধ।

স্বঃ—বিশ্ব মনশ্চেতনার বোধ; বিশ্ব মননের সাথে সূত্রে মণিগণের মত গাঁথা —এই ভাবে ভূমধ্যে অনুভূতির সঞ্চার।

দেবস্য সবিতু— সেই বৃহৎ জ্যোতি বিষ্ণু—মাধ্যন্দিন সূর্য যাঁর প্রতিভূ।

তৎ বরেণ্য ভর্গো ধীমহি— সেই যে চেতনা, অগ্নিগর্ভ চেতনার নৈপুণ্য—আমার কাছে যিনি বরণীয়— তাকে আমি ধারণ করি অগ্নিহোত্রীর মত। *** *** ভর্গো মানে ভর্জিত, ভাজা ভাজা; অর্থাৎ তার তেজ আমায় ভাজুক, আছাৎ করুক। রবীন্দ্র সঙ্গীত শোননি "আরো আরো প্রভু, আরো আরো; এমনি করে আমায় মারো। তাঁর হাতে মার খেতেও ভাললাগে।

ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদ্যাৎ— তারপর প্রার্থনা সকলের জন্য। ভ্রূমধ্য পর্যন্ত চেতনার আরোহণ এবং তাকে উত্তীর্ণ করে সমস্ত বিশ্বব্যাপী চেতনাকে ছড়িয়ে দেওয়া — এ যেন প্রার্থনার অগ্নিসুষমা।

"গায়ত্রী মন্ত্র"— একটা ছন্দ— aspiration —উর্ধ্বমুখীন আস্পৃহার অনুশীলন—লক্ষ হচ্ছে আনন্দ চেতনার ধারা নামিয়ে আনা।

বললাম, স্বামীজি; এবারে আমি আবৃত্তি করি। স্বামীজি শুনলেন এবং বললেন সুন্দর হয়েছে। ভূ ভুর্ব স্ব— বুঝতে গেয়ে শব্দ তত্ত্ব বুঝছিলেন গলায়, মুখে, জিহ্বায় নানা আওয়াজ তুলে। বললাম, স্বামীজি, থাক; আপনার কষ্ট হচ্ছে। স্বামীজি একটু জোরেই বললেন, "না, শুনে রাখ; আমি আর দু'দিন আছি।"

একটু থেমে প্রার্থনা জানালাম, "স্বামীজি, আমার এ পথ চলা যেন থেমে না যায়; কখনো যেন না ভুলি। আশীর্বাদ করুন।" বলতেই স্বামীজি স্নেহ বিগলিত হয়ে পাশ ফিরে আমার মাথায় দু'হাত রেখে জড়িয়ে ধরলেন। আবেগ-আপ্লুত হয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন 'খুব পারবে।" আমি আমার আশুকে কখনো ভুলি নি। শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে-ভালবাসায় আমার মাথা নত হয়ে এল। পরম প্রাপ্তিতে মন-প্রাণ ভরে গেল। এতখানি আপন করে স্বামীজিকে এ জীবনে আর কখনো পাইনি। ধন্য আমি, ধন্য আমার এ তুচ্ছ জীবন। মাথা তুলে বললাম, 'স্বামীজি, আমি বড় ধীর, মন্থর।

তথাপিও থেমে যেন না যাই। নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যেন বলে যেতে পারি, "মা আমি তোমায় চেয়েছি।" স্বামীজি আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তোমার হবে। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে না, ওরে তোর হবেই হবে।"

একটু থেমে বললাম, অফিসের পরীক্ষায় (Departmental Exam.) বসার প্রস্তুতি নিচ্ছি; যদিও অনেক দেরী হয়ে গেল। আশীর্বাদ করুন। স্বামীজি বললেন, "দাও; আর্থিক দিকটাও অবহেলা করতে নেই। আরও দু'চার কথা হল। এমনি মাঝে-মধ্যে আসব, চিঠি লিখব—ইত্যাদি। ইতিমধ্যে কখন আধঘণ্টা হয়ে গেছে বুঝতেও পারিনি। বাইরে আরও দু'চার জন ভক্ত প্রতিক্ষা করছিল। বললাম, এবারে আসি। স্বামীজি সম্মতি দিলেন। শয্যাপ্রান্তে মাথা ঠকিয়ে প্রণাম করে পরিপূর্ণ অন্তরে বেরিয়ে এলাম।

এবারের দর্শন কি আনন্দময়ই না ছিল। সারাপথ ফিরে ফিরে কেবলি স্বামীজির আশ্বাস বাণী মনে পড়ছিল, 'তোমার হবে; আমার আশুকে কখনো ভুলিনি।' প্রভু, তোমার অসংখ্য কৃতী-অনুরাগী ভক্তদের মাঝেও যে এ অকৃতী-অধমকে এ-ভাবে মনে রেখেছ, তোমার পাদপদ্মে ঠাঁই দিয়েছ— এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমার আর কি হতে পারে! ধন্য আমি, ধন্য আমার মানব জীবন।

—ঃঃ—

মা এর কোলে শান্তির পরশে

ভক্তিপ্রসাদ

মা এর কোল আমাদের বড় আপন। আমাদের বিশ্বাস এই যে কোনো বিপদ আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। মা আমাদের বাচিয়ে দেবেন। এই বিশ্বাস আমাদের। তিনি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। তিনি আছেন। তিনিই আছেন সন্তান কে রক্ষার জন্য। অত্যন্ত দুর্বল মা কুকুর ও তার সন্তানকে স্তন্যদুগ্ধ পান করাতে কুণ্ঠা বোধ করে না। মা পাখি তার ছোটো দুটি ডানা দিয়ে সন্তানকে আড়াল করে বৃষ্টির হাত থেকে বাচাতে। মা বিড়াল চুপ করে শুয়ে থাকে তার বাচ্চারা দুধ খেতে থাকে এ এক সুন্দর দৃশ্য। মাতৃসত্তা সব প্রাণীরই এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য। মানুষ একটি প্রাণী। তাই সে মা কে ভালোবাসে। তার ইচ্ছা মা এর কোলে মা মা বলে সবাইকে নিয়ে নাচতে আর গাইতে। তার একমাত্র আকাঙ্খা এই পরমানন্দ লাভ করা।

পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল পরিবেশ আমাদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। আমরা অস্থির হয়ে উঠি। এই পরিস্থিতিতে মা ছাড়া আমাদের আর কোনো গতি নেই। এই সময় মা-ই একমাত্র পাশে থাকেন কোনো স্বার্থ ছাড়াই। মা এর মুখ দেখলেই আমরা শান্ত হয়ে উঠি। আমরা ভরসা পাই। আমরা গেয়ে উঠি "মা এসেছে মোদের কি আর ভাবনা ভাই"। সত্যিই আমাদের আর কোনো চিন্তা নেই। মা এসে গেছেন। মা তার সন্তানকে যতটা বুঝবেন অন্যরা সেটা পারবেন না। তাই দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো এসবে আমাদের কতো আনন্দ। আনন্দ আর ধরে না। মা র কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের মলিন মন মুছিয়ে নির্মল করে দেন। তিনি যেন আমাদের মঙ্গল করেন। আমাদের প্রার্থনা, "পাই যেন মা দুটো খেতে"। আর কিছু আমরা চাই না। এটা কি কম বড় ব্যাপার! সত্যি কথা বলতে গেলে নির্মল মন আর একটু খাবার এই দুটো জিনিস পেলে আমাদের আর কোনো চিন্তা থাকে না। মনে ময়লা থাকলে হাজার সমস্যা। কেবল মা র কৃপাতেই মিলবে মুক্তি। মা যে আমার চিরকালের, চির চেনা।

বাড়িতে দেখা যায় আমাদের চটি ছিড়ে গেলে মা ই সেটা মনে করিয়ে দেন। ওনার চিন্তা তার সন্তান হোচোট খেয়ে পড়ে যেতে পারে। আসলে সন্তানের সম্পূর্ণরূপে দেখভাল করা টাই তার একমাত্র কাজ বলে তিনি মনে করেন। তাই আমাদের কর্তব্য হলো মন প্রাণ দিয়ে মা এর সেবা করা। এই সুযোগ তো ক্ষণিকের। মা র বিসর্জনে আমরা সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হবো চিরকালের মতো। সময় তো থেমে থাকবে না। কেবল কথা টাই রয়ে যাবে। তাই মা এর সেবা করলে মন হয়ে ওঠে প্রসন্ন, হয়ে ওঠে শুদ্ধ, মুক্ত আনন্দময়। রাতের অন্ধকার সন্তানকে ভয় দেখায় এটা একমাত্র বোঝেন মা ই। তাই সারা দিন মা এর নাম জপ করা ই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হোক।

—ঃঃ—

The Awakened Spirit

(Journey through the Pathways of Time for Ultimate Victory in Life)

—Prof. (Dr.) R. P. Banerjee

Time Impacts:

The creation has been designed by god to pass over the spells of time in sequence. Lord of lords, Bhagavan Shiva made the beginning of the spells of spirit forming the pathways of time. It was all void and super infinite space in the creation. Time was given the impetus of the intrinsic connection with the infinite source of energy. The progress of the wheels of time by the 'Mahakaal' - the lord of lords, Bhagavan Shiva, began to spread the seeds of lives in the sky, the air, water, soils, forests, oceans, underneaths, surfaces and for that matter, everywhere. The seed of existence, drawn from god was pure in its own intrinsic forms and ways. It was the infinite span of goodness all around the creation. The world of humans, world of varied creatures, all put together developed the homogeneous unified conditions of the creation. The senses within a human person were given liberty to work and operate. Problems occurred with the emergence of emotions. Sanjay ubacha:

Tam tatha kripaya aavishtama ashrupurna aakulah ikshanam.
Vishida antam idam vakyam ubacha Madhusudanah. (G. 2/1)

Sanjay had said at this point that when the power of depression had captured the mind of Arjuna his physical and mental condition was such that he became overwhelmed with the attitude of grace and sympathy of Lord Krishna such that the eyes of Arjuna were full of tears, be became fully influenced and obsessed by the sense of severe grief and sadness so that Arjuna's eyes covered with outpour of the flow of thick streams of tears. Witnessing this scenario, Lord Krishna did open up with his words addressed to Arjuna.

The stream of lives required a kind of independent process with the options and power to have the pathways of forward movement in this creation. The forward movements could be somewhat progress in the positive direction, also could take the impacts of the other options. The associated forces that try to penetrate into the focus of light, is that of the patches of darkness. It is the vibrant, darkness that chases light. This, as a part of the human journey on earth. The journey, as undertaken, goes beyond the standard and logical

expectation of god on earth. It is in this context, there was the need for the war of the Mahabharata. Over a long period, gradual dominance of the evil did occur. Symbolic of this was the blind king Dhritarashtra.
Sri Bhagaban ubacha:

Kutah tvah kashmalam idam vishmae sama upasthitam.
Anarya jushtham asvargam akirtikaram Arjunah. (G.2/2)

Lord Krishna had said at this point to Arjuna that at the time of a great crisis which the human society was facing (because of the dominance of the menace created by the forces of demonic character) the ways you have been reacting and responding to the situation that it is surely leading to the identity loss of yours from the spirit of goodness and getting severely influenced by the illusory impact of those negatively oriented factors.

With the gradual emergence and logical spread of the evil spirit had actually overpowered the existing span of goodness of the spirit, the good and honest gradually got depressed and the power of the state was used to oppress everyone. The set of good people got deprived into the stream of lives, losing not only the wealth, powers and positions, but the fact of honest living and the inbuilt prestige and dignity of lives of people.

The facts around the culminating situations are the gradual oppressions of the set of good and honest people by the oppressors. Evil forces dominated by the greed to capture all power, all wealth and annihilate the forces of goodness. This would remove resistance and threats to the power of any kind. This mind would perpetuate in the acts of animosity, such was the background motive of the war at Kurukshetra.

The war of Kurukshetra, as depicted and featured in the Mahabharata, was the culminating war to fix a course between the evil doers and righteous on earth. It was essential for human society as the power and span of the evil forces grew to a proportion beyond the tolerance for normal healthy living for humans in the world. It was at this crossroad of human society that some intervention from the Supreme became essential. The objective of this intervention was to give lease of good life to the forces of the society who are good and oriented to sattwa guna and annihilating the forces of devil nature. In the context of the Mahabharata, the forces of goodness were identified with the Pandava's in general, and Arjuna, in particular. Arjuna had the strength of character to withstand the alluring calls and gestures of the top heavenly beauties. Power of integrity in character of Arjuna was so high that the highest form of enjoyments, considered by most, did not impact his mind.

Kleivyam masmah gamah Partha na etad tvayi upapadatae.
Kshudram hridayah dourbalyam tyaktam uttishthata parantapah. (G. 2/3)

Lord Krishna said to Arjuna; Do not allow smallness to your mind and heart to figure out at this time when commitment and valour are essential. This kind of weakness in character and personality is unbecoming of a great strong personality like yours. Throw away these smallness and weakness of mind, Arjuna, and indulge into the war to establish righteousness.

Arjuna was basically a warrior in the true sense of the term. It was his entire personality that was remarkable. The superior-most person as warrior-force on earth, as Arjuna truly was, had very strong mental, physical and spiritual basis in him. A warrior of his design of things, required to possess mental and physical autonomy. Arjuna was known to possess that autonomy in his character. However, sudden spell of delusions had pushed him down to the conditions of bewilderness and fall in the grips of depressions of the highest order.
Arjuna ubacha:

Katham Vishmam aham samkheyh Dronam cha Madhusudanah.
Ishubhih pratiyotz ashwami pujahi bairi Madhusudana. (G.2/4)

Arjuna was rebuked by Lord Krishna his having reduced to utterly smallness in his mind and actions. Arjuna had the knowledge that the divine intent and purpose of being in the world was to protect the good ones in the society by way of annihilating the evil doers on earth on one hand and encouraging the people with good

attributes to sustain and grow in the context of the world. This basic objective of god was known to the people related in general and those connected with the activities and processes, known as that chosen by god, in particular. Lord Krishna wanted to train Arjuna through the pathways of the actions desired by the logical sequence of things connected with the actions of people. Having received words of noble intent of god, Arjuna could have some kind of reconciliations within and submitted go god.

Gurun ahattwa hi mahanubhavam
Shreyah bhoktum bhaikshyam apiha lokae.
Hattwa artha kaman guruna iha eva
Bhunjiya bhogan rudhirah pradigdhan. *(G.2/5)*

Arjuna was actually behaving in his own context with the sense of possession of his own self and the authority of actions or behaviours were being driven by the agenda and sense of drive within. He was taking decisions about the participation in the war as well. The entire span of learning and training for Arjuna was that he had the destined role of doing the war for the establishment of righteous principles in world, that of the rights and privileges of the good people on earth. Arjuna had the clear idea that major warriors by the side of the oppressive prince Duryadhona were all his seniors and revered people. Persons like Vishma, Dronacharya were the highest symbolic personalities in case of any involvement by the government for any kind of war or warlike situations. He knew about the promise of Vishma that he would dedicate his life ever to support the king in all situations. In this commitment Vishma had never referred to any particular quality of decision or the actions of the world. It was evident thereby that Vishma, Dronacharya would stand firmly by the side of the king. The most ugly doer and unethical person, Duryadhana, though was the prince, but was endowed with all powers of the king. And that is why Duryadhana, became the king in real sense of the term. This is why all warriors and soldiers were to stand by the side of the king Duryadhana, the evil-doer to do the war, if required. To the mind and consciousness of Arjuna the power of discrimination lacked in at this point. This shows that Arjuna, at that point was overwhelmed by the spell of depression in such a manner that had covered the senses of life.

Na cha etat vidmah katarat gariyoh
yat va jayemah yadih va no jayeyuh.
Yaneva hattwa na jijibisham
esha tae abasthitah pramukhae Dhartarashtrah. *(G.2/6)*

This can lead to the point of depressed and obsessed mind that does no longer have the power of understanding what is good and what is that suits his dimensions of personality.

Arjuna had lost his consciousness. He became unable to choose between the good and bad. That is why he had expressed that he did not know which was preferable to him. The choice was whether to do the war or surrender to the forces of oppressions. He was not in a mood or a position to clearly decide whether it was good for him to fight or even to give up his life as an alternative. As warrior it is the generally accepted rule that if the war for any cause or any other purpose war is declared, it should be taken forward. In the case of the war at Kurukshetra, there is a strong background of experiencing continued onslaught by the ruling clan on the Pandavas. Even more important was the fact that the seniors who were described by Arjuna as respectable people, were silent witness to the atrocity on the lady, Draupadi, in the presence of all those seniors. By allowing the ruler to continue with the atrocities, they had aligned themselves with the lowest of the low criminals.

Karpanya dosha upahatah swabhavah
Princhchhami twam dharma sam mudah chetah.
Yat shreyah syat tat nischitam bruhi me
Shidhyah tae ahm shadih mam tvam prapanyam. *(G.2/6)*

Apart from his confusion about to do or not to do the war, Arjuna lost confidence in his own ability regarding driving the war towards winning position. Arjuna had on his head the crown of having achieved

the position of the best warrior. Arjuna was never afraid of any war with anyone on earth. More so, he was never a person with any element of cowardice in mind. His own consciousness had lost its power and integrity. That had actually pushed Arjuna down to a new situation where he became bewildered and had the strengths of life lost. He became depressed and stressed in mind. The stress and depression of Arjuna had reached the pinnacle when he had lost not only his mental energy but the physical energy as well in addition. That is why he could not remain even standing on the chariot for war at the field of war. Arjuna had lost hold over his own consciousness. He was a prey to the questions by the mass in general to prove integrity of his character.

Na hi prapashyami mama anupadyat
yat shokam ut shoshanam indriyanam.
Abapyam bhumou asopatnam ridhvam
Rajyam suranam api cha aadhipatyam. (G.2/8)

However, at the end of the long series of revealed thoughts of depression, delusions and massive stressful condition Arjuna could recall the original purpose of his being into the company of god. His bottom of consciousness had reflected back to the arousal of the fragment of consciousness. Arjuna, at this point, had expressed his inability to decide and take a call on the matter. Arjuna was full of his depression with an element of life lit on the mind. The intrinsic mind had sensitized Arjuna's surficial mind. That is why Arjuna could find at the corner of his mind the memory of his past and his role in the entire episode of things. This is again a factor that triggered the glimpse of facts that focused on his role as the associate of god in the functions of him as the act or establishing the righteous principles of life by way of defeating the forces of evil doers and demonic in character.

Arjuna's mind had reflected the fact that he was the companion and friend of god and an instrument in the hand of god to perform the desired role as a companion on earth. That is why good thought had prevailed over the deluged mind and thus Arjuna could find his realistic position in the chain of things. Arjuna, thus, surrendered to god with an urge to accept him as the disciple of god. Arjuna wanted to know the true perspective and receive the guidance for him as to what should be the role and functions of him in the war. Arjuna's condition of mind was thoroughly distressed. He decided not to do something which, according to his empirical understanding, would in any way affect the chord of his relations with the society in general and his revered persons in particular. In this condition of his mind it revealed to Arjuna that it was his utter ignorance that he did not and could not understand the ultimate truth. His position was somewhat like a person who does not possess any element of realistic intelligence. It's again a situation where a host of rubbish arguments cluster together across the intellect and its behavioural aspects as applied to the causative factors which construe the framework for a new structure of things in the realms of creation in the world.

Sanjay ubacha (Thus said Sanjay):

Evam uktva Rishikesham Gurhakeshah parantapah
Na youtsya iti Govindam uktva tushnim babhubah ha. (G.2/9)

The description of the sequence of events were made by Sanjay, support person and the driver of the blind king Dhritarashtra. Through this narration Sanjay was actually narrating the entire episode including the conversation made by and between Lord Krishna and the devotee warrior Arjuna. After having talked continuously for some long period and through that narrating the utterly depressed condition of mind. Arjuna narrated not only his own physical and mental conditions but also had raised some of the very important social issues. If the entire context is looked at from the aspects of the world and the empirical perspectives of the world, arguments put across by Arjuna are not only pertinent but essential for social and worldly context. Looked at from the ordinary perspectives and rational analysis would establish the fact of importance of those issues for human society.

Tam ubacha Rishikeshah prahasat aniva bharata.
Senayo ubhouh madhyae bishidam antam idam vachah. (G.2/10)

After hearing all these narrations and arguments from Arjuna, Lord Krishna was surprised and then reacted to the incidence, Lord decided to suggest and advise Arjuna in a series of different set of advises. In fact, Arjuna's arguments in the beginning are in a sense the representative of the same from the so called rational world. The world of rationality gives highest importance to the causative concerns of the world even ignoring fully or in parts the presence of the wrong doers or even having the favoured view to coexist with the wrong doers. It is believed that this way the veracity of wrong actions by the wrong doers would be marginalized through this act.

In this phase of depression, Arjuna was not aligned to the righteous people or the principles of righteousness. The concerns for moral and ethical values which were referred to by Arjuna were not founded on the principles of justice or the cause of truth. Rather it was a set of concerns for society, for elders without the ethical basis in that.

Sri Bhagavan ubacha (Thus said God):

Ashouchan anva shochantam prajnabadam cha bhashase.
Gatasun na gatasumcha na anushochanti panditah. (G.2/11)

The climax of the situation had pulled in the context of the war the intervention of God. Too much of depressed mind and strong reason to bring the intervention through different sets of lessons.

Lord Krishna had immense love and concern for Arjuna. Arjuna was the chosen devotee - warrior in the design of the lord. when there is a demending situation like this, the set of initiatives that lord undertakes would always be fulfilled. Thus, Krishna began his lesson for Arjuna in a series of well connected phases, but with a view to bring to the surface and thus the kind of suggestive reconciling against the facts of lives in the most transforming journey. But the key force, of this transformation becoming stress stricken makes the purpose uncertain. Krishna, in his own wisdom, thus figured out an ignorant mind. Lord of life goes into the phases of life explaining the concepts to Arjuna. Lord had the persons by the way of developing, the inner or the intrinsic focus, the basis of the intent of god thus made applied.

Lord Krishna reminds Arjuna of the grief that he was engaged in his mind and behaviour for his uncles, grand-uncles was not right. Arjuna was feeling anxious because of his belief that if the war is allowed to happen then the society would be into the condition of jeopardy and chaos resulting in the disruption of the lineage.

Na tu eva aham jatu na aasam tvam na ime janadhipah.
Na cha eva na bhabishyamah sarve bayam atahparam. (G.2/12)

Arjuna's idea was clouded by the social sentiments. He had expressed that the destructions caused by the great war would tarnish social equilibrium. If he had to kill his master, grandfather and other kith and kins this would push him to earn a huge store of sins. This is why he had said that even if he earns absolute victory and sovereign control over the world then sin of killing the respectables and kith and kins would make him bewildered and confused in mind. His life would turn into the life of the traces of hell all through. At this point the lord had said to Arjuna that it was wrong way of understanding the social sentiments placed at the point of choice.

Dehinah asmin dehae Koumaram jouvanam jarah.
Tatha dehantarah priptih dhrah tatra na mujhyatae. (G.2/13)

Arjunas choice was driven by the spirit and factors of social justice. On the other hand things that are of short term period. In the long run the concept of eternity, the concept of permanence has to be kept in consideration. Then the understanding of permanance of the soul in man would reveal its intrinsics which carries the message of permanence. Lord Krishna tells him that there was never a time where he was not present nor was there any time when Arjuna was also not there. No place or time was there when the eternal identity of the individuals have a cessation of real existence.

—::—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল**, কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st January 2025
Poush–1431
Vol. 22. No. 9

REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে

আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্‌-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৫ই জানুয়ারী, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১২ই জানুয়ারী, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১৯শে জানুয়ারী, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২৬শে জানুয়ারী, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।

অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।

যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—

শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩

আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।

Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.